দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

জীবনী আর্কাইভ - ২০১৬

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

One Man Army মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (রহঃ) ৪

মালদ্বীপের শহীদ আবু নূহ (রহঃ) এর জীবনী ১০

সৌদি রাজতন্ত্রী জাতীয়তাবাদ আমার পদতলে! ২৫

ডাকাত থেকে সাহাবী-আবু জর আল গিফারী (রাঃ) ৩০

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম আল খাত্তাবী আমীরুল মাগরিব আল-ইসলামী ৩৯

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আলমাকদিসীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁর একটি - সাক্ষাৎকার । ৪৪

বাহ! বাহ! আবু মেহজান! কত যে সৌভাগ্য আপনার! ৫২

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শায়খ আইমান আজজাওয়াহিরি- ৫৫

One Man Army

{ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (রহঃ) }

ABU SALAMAH

Senior Member

০৪-২১-২০১৬

মনে করুন আপনি একটি যুদ্ধবিদ্ধস্ত গরীব দেশের রাষ্ট্র প্রধান।এমন দেশ যে দেশের সামরিক শক্তি বলে কিছু নেই।আপনার আশ্রয়ে আছে একজন দ্বীনের মুজাহিদ।আমেরিকা বলছে ঐ মুজাহিদকে তাদের হাতে তুলে দিতে।নয়ত আপনার সরকারের পতন করা হবে।এমত অবস্থায় আপনার ভুমিকা কি হবে? দুনিয়ার আর দশটা ইসলামি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধানের ভুমিকা কি হত?

এ কথা আমি নিঃসন্দেহে নিঃসংকোচে বলে দিতে পারি আমি আপনি ঐ জাগায় থাকলে গদি রক্ষা করতে ঐ মুজাহিদকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতাম।হিকমতের দোহায় দিয়ে হলেও।আজ আমরা এমন একজন One Man Army এর কথা জানতে চলেছি যারা বিরুধ্যে আমেরিকা সহ সারা পৃথিবীর পরাশক্তিগুলিগুলি একতাবদ্ধ হয়েছিল শুধুমাত্র একজন মুজাহিদকে তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করায়। সেই One Man Army আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হাফিজুল্লাহ (রহঃ)। সেই মুজাহিদও অন্য কেউ অন আমাদের প্রান প্রিয় শহিদ (ইনশাল্লাহ) ওসামা বিন লাদেন(রহঃ)।

১৯৯৬ সালে মোল্লা ওমর হাফিজুল্লাহর হাত ধরে তালেবান ক্ষমতায় আসার পরে ওসামা বিন লাদেন (রহঃ) আফগানে অবস্থান নেন।সোভিয়েত যুদ্ধে জন্ম নেয়া আল কায়েদা তখনো বালক।আফগানে তালেবানের মাধ্যমে শরীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়,ফলে আল কায়েদার সাংগঠনিক কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দর ভাবেই চলছিল।তালেবানের ছত্র ছায়ায় দ্রুতই বেড়ে উঠতে থাকে আল কায়েদা।ইতিমধ্যে আল কায়েদার নিশানা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অ্যামেরিকার দিকে চলে যায়।সভাবতই তাই আল কায়েদার এই দ্রুত শক্তিশালি হয়ে ওঠা আমেরিকা ও তার

মিত্ররা মেনে নিতে পারেনি।এরই মধ্যে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে বিমান হামলা চালানো হয়,যদীও ততক্ষনাত ওসামা বিন লাদেন (রহঃ) এই হামলার দায় অস্বীকার করেন তথাপি পশ্চিমারা আল কায়েদাকেই এই হামলার জন্য দায়ী করে।আমেরিকার পক্ষ থেকে মোল্লা ওমর হাফিজুল্লাহ কে বলা হয় ওসামা বিন লাদেন কে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে নয়ত নয়ত আমেরিকা ও মিত্র শক্তিদের হামলার লক্ষবস্ত হতে।জবাবে কি বলেছিলেন আমাদের আমিরুল মুমিনিন?

ওসামা বিন লাদেন (রহঃ) কে আমেরিকার হাতে তুলে দিবেন কিনা এই বিষয়ে আমিরুল মুমিনিন ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে আমেরিকান ন্যাসনাল রেডিও ভয়েস অব অ্যামেরিকাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

চলুন দেখা যাক কি বলছিলান সেদিন আমাদের আমিরুল মুমিনিন-

প্রশ্নঃ আপনি উসামা বিন লাদেনকে বহিষ্কার করছেন না কেন ?

মোল্লা উমরঃ এটা উসামা বিন লাদেনের ব্যাপার নয়। এটা ইসলামের বিষয়। ইসলামের মর্যাদার বিষয়। আফগানিস্তানের ঐতিহ্যই এমন।

প্রশ্নঃ আপনি কি জানেন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে ?

মোল্লা উমরঃ আমি দুইটা অঙ্গীকারকে বিবেচনা করছি। একটি আল্লাহ্* তায়ালার অঙ্গীকার, অপরটি বুশের অঙ্গীকার। আল্লাহ্* তায়ালার অঙ্গীকার হচ্ছে হচ্ছে, আমার যমীন বিশাল। যদি তুমি আল্লাহ্*র পথে যাত্রা শুরু কর, পৃথিবীর যেকোন স্থানে থাকতে পারবে এবং সুরক্ষিত হবে... আর বুশের অঙ্গীকার হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে তুমি নিরাপদ থাকবে আর আমি তোমাকে খোঁজে পাবো না। আমরা দেখবো এই দুই অঙ্গীকারের মধ্যে কোনটা পূর্ন হয়।

প্রশ্নঃ কিন্তু আপনি কি জনগণের জন্য, আপনার নিজের জন্য, তালেবান এবং আপনার দেশের জন্য উদ্বিগ্ন নন?

মোল্লা উমরঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্*... বিশ্বাসী এবং মুসলিমদের সাহায্য করছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তিনি কখনো অবিশ্বাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। বৈষয়িক দিক থেকে দেখলে, আমেরিকা অনেক শক্তিশালী। আমেরিকা যদি এর দ্বিগুণ শক্তিশালী হত বা হয়, তবুও আমাদেরকে পরাজিত করার জন্য যথেষ্ঠ নয়। আমরা

দৃঢ় বিশ্বাসী যদি আল্লাহ্* আমাদের সাথে থাকেন কেউ আমাদের পরাজিত করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ আপনি আমাকে বলছেন আপনি উদ্বিগ্ন নন, কিন্তু বিশ্বব্যাপী আফগানরা উদ্বিগ্ন।

মোল্লা উমরঃ আমরাও উদ্বিগ্ন। অনেক বড় ব্যাপার সামনে আসছে। কিন্তু আমরা আল্লাহ্* তায়ালার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী দেখুন, যদি আমরা উসামাকে দিয়ে দেই, আজ যেসব মুসলিমরা তাঁকে দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছে তারাই আমাদের দোষারোপ করবে... একই লোকেরা জিজ্ঞেস করবেঃ "কেনো আপনারা ইসলামের মর্যাদাকে উৎসর্গ করলেন? কেনো আপনারা মুসলিমদের লজ্জা দিলেন?" সবাই আমেরিকার ভয়ে ভীত এবং তাকে খুশী করতে চায়। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, ইসলামকে বন্দী করার জন্য যেসব ঘটনা ঘটেছে আমেরিকানরা সেসব ঘটনা বন্ধ করতে সক্ষম হবে না। আমেরিকা এটা ইসলামী বিশ্বে করেছে, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে। মুসলিম দেশগুলোতে দেখুন, মানুষ হতাশ। তারা অভিযোগ করছে ইসলাম শেষ হয়ে গেছে। সেক্যুলার আইন ইসলামী আইনের স্থান দখল করেছে। কিন্তু মানুষ এখনো তাদের ইসলামী বিশ্বাসের উপর দৃঢ় রয়েছে। ব্যাথা এবং হতাশায় কেউ কেউ আত্মঘাতী কাজ করছে। আমেরিকার উচিত ইসলামের উপর চাপ বন্ধ করা। ইসলামকে তার মতো চলতে দেয়া। সেটা একটা ত্রান হবে এবং সবাই তার নিজের কাজ করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্নঃ আমেরিকা ইসলামী বিশ্বকে বন্দী করেছে বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন ?

মোল্লা উমরঃ আমেরিকা মুসলিম দেশসমূহের সরকারগুলোর নিয়ন্ত্রন করছে। আমেরিকা তাদের তদারক করে, যাতে তারা আমেরিকার কথা মত চলে। এরকম সরকার তার নিজের লোকদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। লোকেরা ইসলামকে অনুসরন করতে বলে, সরকারগুলো শুনে না কারণ তারা আমেরিকার মুঠোর ভেতর। মানুষের ক্ষমতা নেই সরকারগুলোর উপর কারণ তারা আমেরিকার হাতে। সরকারগুলো জীর্ণ অবস্থা থেকে আসে এবং এবং তার লোকদের ভুলতে শুরু করে। যদি কেউ ইসলামকে অনুসরন করে, সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে, নির্যাতন করে অথবা হত্যা করে। এটাই আমেরিকার কাজ। যদি আমেরিকা সরকারগুলোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং জনগনকে তাদের প্রতি ব্যাবস্থা নিতে দেয় তাহলে এরকম ঘটনা ঘটবে না। আমেরিকা এমন কিছু শয়তান

তৈরি করেছে যারা এসব করছে। যদি আমি মারা যাই, উসামা মারা যান এবং অন্যান্যরা মারা যায় তবু এসব শয়তানরা অদৃশ্য হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পেছন ফেরা এবং তার পলিসি পুনর্বিবেচনা করা। আমেরিকার উচিত পৃথিবীতে, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে তার সাম্রাজ্যবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বন্ধ করা। মানবিক সাহায্যের নামে আমেরিকানরা হাজার হাজার বাইবেল আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছে এবং খ্রিস্টবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। যদি তারা তা এখানে করতে সাহস করে, তাহলে চিন্তা করুন আরব দেশগুলোতে তারা কী করছে। মুসলিমরা এটা বুঝে। এবং তারা এটাও জানে তারা কিছুই করতে পারবেনা... এবং সেজন্যই তারা নিজেদেরকে আত্মঘাতী হামলায় হত্যা করছে। তারা এই পৃথিবীতে বাঁচতে চায়না।

প্রশ্নঃ অতএব আপনি উসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করছেন না ?

মোল্লা উমরঃ না, আমরা তা করতে পারি না। যদি আমরা তা করি তার মানে দাঁড়ায় আমরা মুসলিম নই... যে ইসলাম শেষ হয়ে গেছে। যদি আমরা আক্রমণে ভীত হতাম, তাহলে যখন আমাদের হুমকী দেওয়া হল এবং আক্রমন করা হল হতখনই আমরা তাঁকে সমর্পন করে দিতাম। কাজেই আমেরিকা আমাদের আবার আঘাত করতে পারে, যদিও এই সময়ে আমাদের একজন বন্ধুও নেই।

প্রশ্নঃ যদি আপনি আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেন- তালেবানরা কি তা পারবে ? আমেরিকা আপনাকে পরাজিত করবে না এবং আপনার লোকজন আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না?

মোল্লা উমরঃ আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আমেরিকা এইভাবে বেরিয়ে যাবে না। দেখুন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্*র উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। যদি কেউ আল্লাহ্*র উপর ভরসা করে, সে নিশ্চিত থাকে আল্লাহ্* তাকে সাহায্য করবেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করবেন এবং সে সফল হবে।

মোল্লা ওমর হাফিজুল্লাহ (রহঃ) ওসামা বিন লাদেন (রহঃ) কে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই ঘটনা থেমে থাকে নি। এরপরের ইতিহাস আরো কঠিন আরো বড়।ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করায় পৃথিবীর পরাশক্তিগুলি একত্র হয়ে তালেবান সরকারের বিরুধ্যে যুদ্ধে নামে।ইভেন আফগানের ওই দাড়ি টুপি পড়া মোল্লাদের বিরুধ্যে সে দেশের

সেনাবাহিনি পুলিশ প্রশাসন সবাই যুদ্ধে নামে।যে যুদ্ধ আজও চলমান।আজ তালেবানের অবস্থা কি আমরা কম বেশি সবাই জানি।তালেবান সরকার পতনের পর একটা রাইফেল কিনার পয়সা ছিল না যে মোল্লাদের তারা কিনা আজ দুনিয়ার পরাশক্তিদের নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছে।আজ ১৪ বছর পরে হলেও আমেরিকা একথা বলতে বাধ্য হয়েছে আফগানে আমেরিকানদের বিজয় অসম্ভব।

এসবই আল্লহর করুনা ও মহিমা।আল্লহ রব্বুল আলামিন আমেরিকানদের বিরুধ্যে এই ঐতিহাসিক বিজয়ের উসিলা হিসেবে উম্মাহকে করেছেন একজন One Man Army.যিনি দুনিয়ার পরাশক্তিগুলির কাছে সামান্যতম নত জানু হোন নি।আমেরিকানদের ড্রোন জঙ্গী বিমানের মোকাবেলায় যিনি একমাত্র আল্লহর সাহায্যের উপরে ভরসা করছিলেন।যিনি One Man Amy এর মত একাই প্ররাস্ত করেছেন একশ জনকে।যা শুধু সিনেমায় সম্ভব হয় তিনি তা করে দেখিয়েছেন বাস্তবে।

মোল্লাহ ওমর (রহঃ) সম্পর্কে শাইখ গোলামুল্লাহ রহমতি হাফিযাহুল্লাহর মন্তব্যঃ

“হে আমার ভাই, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি হলেন মুখলিস, ইবাদাতগুজার ও যাহিদ (দুনিয়া বিরাগি) একজন ব্যক্তি । আল্লাহর শপথ! না তিনি আমার কোনো আত্নীয়,না তিনি আমার সাথে কোনোদিক দিয়ে সম্পর্কযুক্ত। না তিনি আমার সাথে পড়েছেন, না আমি তাঁর সাথে পড়েছি। না তিনি আমার গ্রামের কেউ, না আমার প্রদেশের কেউ। তিনি রুযগানের লোক আর আমি হলাম কুন্দুজের লোক।

আল্লাহর শপথ! প্রথমবার যখন আমি তাঁর উপর আমার চোখ রেখেছিলাম তখন আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করলাম, “এই সে ব্যক্তি যিনি ইসলামের উপর জীবন যাপন করছেন এবং যুহদ (দুনিয়া বিরাগ) অবলম্বন করে চলেছেন। এই পার্থিব জীবনের সুখ-আনন্দের প্রতি তাঁর অনিহা এবং আল্লাহর প্রতি ভয় যদি আমার মতো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের মাঝে বন্টন করে দেয়া হতো, তবে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।”

আমি তাই-ই বললাম যা আমি তাঁর ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করেছি। যখন আমি তাঁর সাথে কথা বললাম, দেখলাম, তিনি সবসময়ই আল্লাহকে নিয়ে কথা বলছেন এবং “ ও আল্লাহ! ও আল্লাহ! আমাদের বিজয় দান করো এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষ থেকে বিজয় আসেনা।”- এই কথা বলে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করছেন।

তিনি এভাবেই কুরআনের আয়াত বার বার তিলাওয়াত করতেন এবং যখন তিনি কোনো ধরনের বিপদের সম্মুখীন হন তখন প্রচুর সলাত আদায় করে থাকেন।”

এই হচ্ছে আমাদের আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মা ওমর হাফিজুল্লাহ (রহঃ)। তার সম্পর্কে মন্তব্য করার মত যোগ্যতা আমার নেই।একজন মুজাহিদের মন্তব্য দিয়ে লেখা শেষ করছি,তারেক বিন জিয়াদ,মুহাম্মিদ বিন কাসিম,সালাউদ্দিন আয়ুবীদের পাশে যদি কারো নাম লেখা হয় তাহলে তিনি হবেন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হাফিজুল্লাহ (রহঃ)।

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৪৩০

মালদ্বীপের শহীদ আবু নূহ (রহঃ) এর জীবনী

Ibnu Muhammad

Member

০৫-০৬-২০১৬

নিশ্চয় নবী, সিদ্দিক, শুহাদা এবং সলেহীনদের জীবনী স্মরণের মাধ্যমে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির চিত্ত দৃঢ় হয়।

ইবন আল ক্বায়িম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মাদারিজ আস-সালিকিন গ্রন্থে উল্লেখ করেন জুনায়েদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন "গল্পগুলো হচ্ছে আল্লাহর সৈন্যবাহিনী থেকে সৈন্য যার মাধ্যমে তিনি তাঁর স্মরণকারী বান্দার অন্তরে শক্তি যোগান" তারপর তিনি পাঠ করেনঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

*"এবং আমরা আমাদের রাসুলদের সংবাদ প্রত্যেক গল্পের মাধ্যমে তোমার কাছে বর্ণনা করি যাতে তা **তোমার হৃদয়কে দৃঢ় করে** "*

[তাঁর বাক্য শেষ-মাদারিজ আস-সালিকিন]

আর এর থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে সৎকর্মশীলদের জীবনী স্মরণ করা আল্লাহর রহমত লাভের একটি উৎস আর তা আমাদের বিশ্বাসকেও দৃঢ় করে। কিন্তু এইধরনের গল্প যদি তার সঠিক অধিকার না পায় এবং তা শুধু মুখে বলা আর শুনার মধ্যে সীমিত থাকে তাহলে সময়ের বিবর্তনে তাঁরা আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে। তাই আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা শুনে এবং তা থেকে উপকৃত হয়।

আজকে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আমাদের মালদ্বীপের শহীদ, মুজাহিদ এবং মুহাজির ভাই আবু নূহ রাহিমাহুল্লাহ এর জীবনীর উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ উপস্থাপন করব, যে মুজাহিদ তাঁর শরীর এবং জিহ্বা দিয়ে কঠোরভাবে জিহাদ

করেছেন, যে তাঁর আত্মা এবং তাঁর যা কিছু ছিল সবকিছু উজাড় করে দিয়ে তাঁর পরবর্তীদের নিকট অনুকরণীয় আদর্শ হয়েছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যার সমতুল্যতা দুষ্প্রাপ্য। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যার একার উপস্থিতি যেকেউ উপভোগ করবে। তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে তাঁর নিষ্ঠার প্রমাণ দিতেন। আল্লাহর ওয়াদা যা কিছু তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করা হবে তার থেকে উত্তম বস্তু তিনি দান করবেন এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে তিনি তাঁর পরিবার এবং মুল্যবান যা কিছু ছিল তার প্রতি ভালোবাসা থাকা স্বত্তেও আল্লাহর জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে এবং মরণের পরও রহমত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর রক্ত যেটা ন্যায়ের সাথে আল্লাহর পথে প্রবাহিত হয়েছিল তা শত-শত লোকের জীবন রক্ষা করেছে এবং শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করেছে ও বিশ্বাসীদের হৃদয়কে উৎফুল্ল করেছে। তিনি ছিলেন সেইসকল স্বাধীন মানুষ যারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বশ্যতা মেনে নেয়নি। তিনি আমাদেরকে অতিক্রম করেছেন তাঁর ইচ্ছা এবং ভালো কাজ দ্বারা যেটা আমাদেরকে ছাড়িয়ে তাঁর শাহাদতের জন্য কবুল হয়েছে আর এটা আমাদের উপর দায়িত্ব সেই বিষয়টিকে(শাহাদাত) খোঁজ করা যেন মৃত্যু আমাদের খুঁজে পাওয়ার পূর্বেই আমরা তা খুঁজে পাই আর ঈমান এবং আমল প্রত্যেক মানুষকে বিভিন্ন স্তরে উন্নিত করে আর আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দাদেরকেই শহীদ হিসেবে মনোনীত করেন। যে লোকটিকে নিয়ে আমরা কথা বলছি তিনি হলেন আবু নূহ- মুহাজির এবং মুজাহিদ যিনি ২৫শে মে ২০১৪ সিরিয়ার ইদলিবের আরিহাতে মুজাহিদদের সাথে সরকারী সেনার মধ্যে মুখোমুখি লড়াইয়ে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর স্ত্রীর কথা দিয়ে আমরা শুরু করবঃ

“আমি আমার স্বামীকে নিয়ে গর্ববোধ করি। তিনি একজন কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামী, একজন মহান পিতা ও একজন ন্যায়পরায়ণ সন্তান। তাঁর পুরো পরিবার তাঁর জন্য গর্বিত এবং খুশী কারণ আমরা চিন্তাও করতে পারছিনা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কি পরিমাণ রিযক প্রাপ্ত হচ্ছেন। আমাদেরকে এবং দুনিয়াতে তাঁর যা কিছু আছে তা ত্যাগ করা অনেক কঠিন ইচ্ছা তা স্বত্তেও তিনি তাঁর দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাঁর পুরো জীবনে তিনি অনেক সহায়ক ছিলেন, একজন রক্ষক যিনি সবসময় তাঁর পরিবার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে তিনি শুধু একটি চতুর মুখের অধিকারী

নন যার শুধু মুখের বুলি আছে বরং তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন যে তিনি তাই বলেন যা তিনি করেন। আমরা সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে ভালোবাসি.... তিনি আমাদেরকে আল্লাহ সুবঃ এর হেফাজতে রেখে গেছেন এবং আমাদের সৃষ্টিকর্তার থেকে উত্তম হেফাজতকারী আর কে আছে। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন এবং জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমিন" [তাঁর কথা শেষ হল]

জীবনের আগে সিরিয়া

সিরিয়ায় আসার পূর্বে, আমি ভাইয়ের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিছুদিনের জন্য ছিলাম। আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতাম তিনি অন্য সবার থেকে ভিন্ন। তিনি কোন বিরতি ছাড়াই নিয়মিত সোম এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন। এছাড়াও তিনি সৎকাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎকাজের নিষেধ করতেন। একদিন ১৫ বছরের এক কিশোর ভাই তার বন্ধুর সাথে কিছু বিষয়ে ঝগড়ার কারণে তাকে কাফির সাব্যস্ত করে। আবু নূহই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাকে এজন্য তিরস্কার করেন। আবু নূহ ঐ ভাইকে এইধরনের কথার বিপদ ব্যাখ্যা করেন ও তাকে তার এই অল্প বয়সের আবেগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শাসন করেন। আর এভাবেই আবু নূহ অসৎকাজের নিষেধ ও সৎকাজের আদেশ দিতেন। এবং তিনি ঐসকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা সৎকাজের আদেশ দেয় অথচ নিজেরাই তা ভুলে যায়। এক ভাই আমাকে জানান যে, মালদ্বীপে থাকাকালীন সময়ে আবু নূহ কোন একটা চাকরিতে বেশী দিন থাকতে পারতেন না কারণ যখনই কোন চাকরি তাঁর এবং তাঁর দ্বীনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়াত তখনই তিনি আল্লাহর ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতেন এবং ঐ চাকরি ছেড়ে দিতেন যদিও তা তাঁকে সন্তোষজনক বেতন দিত। এছাড়াও আরেকজন ভাই আমাকে জানিয়েছেন যে, আবু নূহ মালদ্বীপে থাকাকালীন সময়ে সবসময় জিহাদে যাওয়ার উপায় তালাশ করতেন এবং এইভাই জানতেন যে তিনি সবসময় নিষ্ঠার সাথে জিহাদের পথ খুঁজেছেন আর তিনি ঐসকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা তা শুধু মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। তিনি আরও বলেছেন যে, আবু নূহ সবসময় কঠোর পরিশ্রম করে টাকা যোগাড় করতেন যাতে তিনি মুজাহিদিনদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য যেতে পারেন। তিনি আল্লাহর সাথে নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে তাই দিয়েছেন যা তিনি ছেয়েছেন। আমরা এটাই ধারণা করি আর আল্লাহই সর্বোত্তম

জ্ঞাতা।

আর উপরে বর্ণিত জায়গায় থাকাকালীন সময়ে, তিনি সিরিয়ার জিহাদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন আর আমি তাঁকে অনুসরণ করেছিলাম। আর ঐসময়ে আবু নূহের স্ত্রী যিনি মালদ্বীপে ছিলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিবেন। আর আবু নূহ অনেক কষ্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত জিহাদের এই রাস্তা ছেড়ে দেয়ার মত ছিলেন না। আবু নূহ তাঁর শীঘ্রই প্রত্যাশিত সন্তানের ভালোবাসার চেয়ে আল্লাহর ভালোবাসাকেই বেশী প্রাধান্য দিলেন। যেমনটা আল্লাহ তাঁর কালামে বলেছেন

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"বলুন [হে মুহাম্মদ], 'তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর তা আল্লাহ তাঁর রাসুল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না"

আর অবশ্যই তিনি ঐসকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা তাদের পরিবারের সাথে পিছনে বসে থাকার অনুমতি খুঁজে যখন জিহাদ ফরদুল 'আইন হয়ে গেছে। আর আল্লাহ ঐসকল লোকদের সম্মন্ধে বলেনঃ

وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ

"যখন কোন সূরা নাযিল হয় যাতে বলা হয় তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসুলের সাথে মিলে লড়াই কর তখন কিছু সামর্থ্যবান লোকেরা আপনার কাছে এসে অব্যাহতি চায় এবং বলে আমাদেরকে ছেড়ে দিন এবং বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে দিন"

আর এভাবেই, তিনি আল্লাহর জন্য সবকিছু উৎসর্গ করলেন এবং তাঁর ঘরবাড়ি ছেড়ে জীবনের নতুন একটি ধাপে পা রাখলেন যেখানে তাঁর সামনে ছিল কষ্ট এবং পরীক্ষা। যেদিন আমরা ভ্রমন করব সেদিন সেদেশের এয়ারপোর্টে গেলাম, ঐসময় সেখানে চরম রাজনৈতিক সঙ্কট চলছিল এবং দাড়ি নিয়ে বাইরে ভ্রমন করা অনেক বিপদজনক হয়ে পড়ল আর রাস্তার দুর্বৃত্তরা ঐদিন কয়েকবার আমাদেরকে হুমকি দিয়েছিল এবং আমাদের কয়েকজন সঙ্গী আবেদন করল যে আমাদের প্রত্যেকের দাড়ি শেভ করে রাস্তায় নামা উচিৎ। কিন্তু আবু নূহ রাহিমাহুল্লাহ তা প্রত্যাখান করলেন এবং বললেন যে, আমরা যাব এবং আল্লাহ রক্ষা করলে আমাদের কিছুই হবেনা। আর আমরা তাই করলাম এবং আল্লাহ আমাদের সমস্ত বিপদ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করলেন। তারপর আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম এবং যে দেশে আমরা ছিলাম তা ত্যাগ করলাম। তারপর ট্রানজিটের একটি দেশে ছোট বিরতির পর আমরা সিরিয়া প্রবেশ করলাম এবং এটা ছিল আবু নূহের শাহাদাত অন্বেষণের জন্য জিহাদী জীবনের সূচনা।

সিরিয়ায়

সিরিয়ায়, আমরা আবু নূহকে টার্গেট শুটিং এ খুবই পারদর্শী হিসেবে পেলাম এবং নবী সালল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালল্লাম বলেছেন ***“নিশ্চয়, নিক্ষেপই হল শক্তি। নিক্ষেপই হল শক্তি। নিশ্চয়, নিক্ষেপই হল শক্তি”’***

সিরিয়ায় থাকাকালীন সময়ে আবু নূহ তাঁর নতুন সন্তান জন্মের সুসংবাদ পেলেন যার জন্য তিনি দুইটি ভেড়া জবাই দিলেন আর এটি পরিবারের হকের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধের একটি ভালো উদাহরণ। আবু নূহ প্রায় সময় রিবাতে যেতেন এবং সবসময় ময়দানে যাওয়ার জন্য ইচ্ছাপোষণ করতেন। তিনি তাঁর শাহাদাতের দিন তিনবার আহত হওয়ার পূর্বে আরও দুইবার আহত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম আঘাতটি তাঁর যেকন একটি পায়ের হাঁটুর হাড়ের কাছে হয়েছিল যেখানে শার্পনেলের একটি টুকরো একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিকে বের হয়ে গিয়েছিল। তিনি এই পরীক্ষাটি ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছিলেন এবং আমি তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলাম যে তিনি আবারও রিবাতের ভূমিতে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষি। তাঁর দ্বিতীয় আঘাতের বেলায়, এটা তাঁর শাহাদাতের একমাস পূর্বে। আমি তাঁর পাশে বসেছিলাম যখন তাঁর অন্য পায়ের হাঁটুর ঠিক উপরে শার্পনেলের বেশকিছু ছোট টুকরো ঢুকেছিল কিন্তু তিনি শান্ত রইলেন এবং কিছুক্ষণ পর বললেন “এটা একটা

ছোট আঘাত, আমি পিছনে ফিরে যাচ্ছিনা" কিন্তু তার কিছুক্ষণ পর তিনি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে চলে গেলেন এবং এটা ছিল তাঁর সাহস এবং বীরত্বের একটা চিহ্ন যে তিনি তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে এসব কষ্ট সহ্য করতেন।

বুখারি এবং মুসলিমে বর্ণিত আছেঃ

আবু হুরাইরা(রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ***"যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হয়- এবং আল্লাহ জানেন কে তাঁর জন্য আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে- বিচার দিবসে তার আঘাতস্থল হতে রক্ত ঝরবে। ঐ রক্তের রঙ হবে লাল এবং তার ঘ্রাণ হবে মেশকের!"***

মিডিয়া জিহাদ

এটা উল্লেখ্য যে তাঁর এ জিহাদি কার্যক্রম ময়দানের লড়াইয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। উপরন্তু তিনি মিডিয়ায় কাজ করতেন। কবি হিসেবে, তিনি প্রচুর জিহাদি কবিতা এবং একজন নাস্তিক যে তাঁকে অনলাইনে বিরক্ত করত তার প্রতিউত্তরে তিনি ইসলামের সাধারণ বিষয়ের উপরও কবিতা লিখতেন। মালদ্বীপিয়ান ভাষার একটা অসাধারণ কবিতা তিনি এবং অন্য আরেকজন ভাই গাইত যেটা অনলাইনে 'ইলহাদ'[অর্থঃ নাস্তিকতা] নামে পাওয়া যায়। এছাড়াও সিরিয়ায় আসার পড় তিনি প্রথমদিকে যে কাজগুলো করেছিলেন তার একটি হল ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের উপর একটি কবিতা রেকর্ড করে তাঁর মায়ের কাছে পাঠায় যার বিষয় ছিল একজন ছেলে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রওনা দেয় সে আসলে হারিয়ে যায়না। এটাও অনলাইনে "লোবাইভা মাম্মাহ" [অর্থঃআমার স্নেহের মা] নামে পাওয়া যায়। এটা রেকর্ডিং এর সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম আর তখন খুবই আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কারণ ভাই আবু নূহ এটা গাওয়ার সময় অনেক সংগ্রাম করেছিলেন কারণ যখনই তিনি তাঁর প্রিয় মাকে সম্বোধন করছিলেন তখনই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন আর যেকেউ এটার অডিও শুনবে সে একথার প্রমাণ পাবে যে আমরা সত্য বলেছি। এছাড়াও, তাঁর অনেকগুলো কবিতা যা তিনি গেয়েছিলেন তার কিছু প্রকাশিত হয়েছে যখন আর কিছু প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল এবং আরও অসংখ্য কবিতা তাঁর নোটবই এ ছিল যেগুলো গাওয়া হয়নি।

অধিকন্তু, তিনি জিহাদের স্কলারদের সাক্ষাৎকার নিতে খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং তার মধ্যে একটা "ফরিদাতুল জিহাদ" শিরোনামে আমাদের মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে যেখানে আবু আবদুল্লাহ আল-সূরী(কাফাররুমাতের শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি) কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি জিহাদের ব্যাপক তাৎপর্যতার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন মিডিয়া কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। এবং আমরা আল্লাহর কাছে চাই যে তাঁর ইচ্ছার কারণে তিনি তা তাঁর আমলনামার মানদণ্ডে যোগ করেন। অধিকন্তু, আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে তাঁর শাহাদাতের সংবাদ দাওয়ার কর্মকাণ্ডে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এটা সম্ভব, কারণ এটা পূর্বেও ঘটেছিল এবং তা বর্তমানেও ঘটছে। এটা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে হারাম ইবনে মিলহান মৃত্যুকালীন সময়ে ছুরিকাহত হয়েছিলেন, তিনি সেসময় বলেছিলেনঃ "কাবার রবের শপথ আমি সফল হয়েছি"। এবং আরও বর্ণিত আছে যে লোকটি তাঁকে হত্যা করেছিল পরে সে প্রশ্ন করেছিল "কিভাবে সে সফল হতে পারে, অথচ আমি তাকে হত্যা করেছি" আর এটা তাকে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এখানে উপকারের বিষয় হল তাঁর ধৈয্য, দৃঢ়তা এবং শাহাদাতের প্রতি তীব্র ভালোবাসা যা হারাম ইবনে মিলহান প্রকাশ করেছিল পরবর্তীতে দাওয়ার একটি বড় উপকরণ হয়েছিল যা তাঁর হত্যাকারীকে ইসলাম গ্রহনের দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর যখন আমাদের ভাইদের(আবু নূহ এবং আবু তোরাব) শাহাদাতের খবর ও গল্প ছড়িয়ে পড়ল যে তাঁরা শাহাদাত অন্বেষণের আগে কি রকম ধৈয্যশীল এবং দৃঢ় ছিলেন, আর তা যখনই লোকদের কানে পৌঁছাল তখন তা যেন মৃত আত্মায় জীবন দেয়ার মত হল। ইসলাম এবং জিহাদের প্রতি তাদের হৃদয়ে ভালোবাসা যেন পুনর্জীবন পেল। আর আমাদের ভাইদের শাহাদতের খবর শুনার পর বিগত কয়েকদিনে আমরা অনেক ভাইকে প্রচুর উৎসাহমূলক জিহাদি কথাবার্তা বলতে দেখেছি। আর এভাবেই ভাইয়েরা যে এলাকায় থাকত সে এলাকায় আমরা জিহাদি যযবার পুর্ণজাগরণ দেখতে পেলাম এবং আমরা আল্লাহর কাছে চাই তিনি যেন তাঁদেরকে এজন্য উত্তম পুরষ্কার দেন। নিশ্চয়, তাঁরা তাঁদের কথার জন্য রক্ত দিয়ে জীবন দিয়েছেন এবং এই কথাগুলো মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করেছে যা পরবর্তীতে তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে যেখানে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিল সেখান থেকে বের করে এনে নতুন জীবন দিয়েছে।

ইবাদতের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা

আল্লাহর প্রতি আবু নূহের নিষ্ঠার বেলায়, আমি তাকে প্রায়ই সোম এবং বৃহস্পতি বারের সিয়াম পালন করতে দেখেছি যদিনা তাঁকে আঘাতের কারণে ওষুধ সেবন করতে হয়। তিনি সবসময় অযু অবস্থায় থাকতেন প্রচণ্ড শীতের রাতেও যখনই তাঁর অযু ভেঙ্গে যেত তিনি পুনরায় তাঁর অযু করে নিতেন যদিও সেখানে তখন বরফ শীতল পানি পাওয়া যেত। শুধু তাই নয়, তিনি আহত হয়ে নিজে হাঁটার অপারগতা স্বত্তেও অযু অবস্থায় থাকতেন। প্রতি রাতেই তিনি ইবাদতের জন্য উঠতেন এবং তিনি প্রচুর কান্নাকাটি করতেন আর এই বিষয়টি অনেক ভাইয়েরই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমি আমার কম্বলের নিচে ঘুমের ভান ধরে থাকতাম এবং আমি তাঁকে তাঁর খাটে সিজদায় কান্নারত অবস্থায় দেখতাম যেটা আমার পাশেই ছিল।এক ভাই বলেছিল আবু নূহকে ফজরের সালাতে অতিরিক্ত কান্নাবিহীন অবস্থায় পাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। অধিকন্তু, তাকে রাতের সালাতে পাওয়া যেত যদিও তিনি আহত হয়ে দাঁড়াতে অপারগ ছিলেন তবুও। রাতের বেলায় তিনি এক ভাইকে বলতেন যে কিছু পানি তাঁর বিছানার পাশে রাখা হয় যাতে তিনি অযু করে রাতে বিছানায় বসে ইবাদত করতে পারেন। তিনি গোপনে তাঁর ভাইদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণের উপদেশ দিতেন এবং কেউ তাঁর কথায় প্রভাবিত না হয়ে থাকতনা। তিনি অর্থ ব্যয়ের বেলায় খুবই সচেতন থাকতেন এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয় করতেননা যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসিয়াতে(অন্তিম ইচ্ছা) প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁর অর্থ শুধু জিহাদের জন্য ব্যয় হবে এবং কোন অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য নয়। প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর পূর্বে, তিনি তাঁর ফোন থেকে কিছু পড়তেন যা কি ছিল তা আমি খুঁজে পাইনি । যদি আমি তা জানতাম আমি এখানে তা তাঁর জীবনীতে লিখতাম। আমি তা কি ছিল তা জানার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। এর থেকে বড় কথা হল তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি ইবাদতের প্রতি আগের থেকে আরো বেশী দৃঢ় হয়েছিলেন। তিনি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার জন্য খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন। একদিন কিছু ভাই তাঁদের বন্ধুদের পূর্বেই নিজেদের শাহাদাত লাভের বাসনা নিয়ে কথা বলছিলেন এবং আবু নূহ বললেনঃ “আমি আসলে তেমন কিছু মনে করিনা যে আমি তোমাদের আগে অথবা পরে শহীদ হব যতক্ষন না আমি তোমাদের সকলের থেকে উচ্চ মর্যাদা না পাই” আর সবাই তখন হেসেছিল।

তিনি প্রায় সময় নিজের ভুলগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করতেন। তিনি আল্লাহর জন্য কারো প্রতি ঘৃণা ছাড়া তাঁর ভাইদের প্রতি কোন ধরণের ঘৃণা থেকে নিজের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ রাখতেন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী সহনশীল একজন ভাই যিনি অন্যকারো দ্বারা নিজের কোন ক্ষতি হলে তা ক্ষমা করে দিতেন এবং তা উপেক্ষা করতেন আর এটা আমি খুবই আশ্চর্য্যজনকভাবে উপলব্ধি করেছি। যদিও তিনি বিপর্যস্ত থাকতেন তবুও তিনি ভাইদের সাথে হাশিখুশি থাকতেন এবং সবাইকে আনন্দ দিতেন।

আবু নূহ এবং বিদ'আতিরা

তিনি বিদ'আতিদেরকে চরম ঘৃণা করতেন। এর উদাহরণ হিসেবে জামা'ত আল বাগদাদীর প্রতি তাঁর ঘৃণা এমন ছিল যে তিনি সাধারণ মুসলিমদের উপর তাদের জুলুম থেকে প্রতিহত করার জন্য তাদের সাথে লড়াই করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাঁর শেষ দিনগুলোতে, তিনি তাঁর এক ভাইকে দেইর আল-জের এ পৌঁছার রাস্তা জিজ্ঞেস করছিলেন যাতে তিনি সেখানে গিয়ে তিনি ঐসকল চরমপন্থি খাওয়ারিজদের সাথে লড়াই করতে পারেন। যেখানে প্রতিদিন আমাদের সুন্নাহর ভাইদেরকে তাদের জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে জামা'ত আল বাগদাদী হল ঐদল যারা নিরপেক্ষ স্কলার, মুজাহিদিন এবং সাধারণ মুসলিমদের শান্তি প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিশ্চয় তারা হল একটি বুঘাত (সীমালংঘনকারী) দল, মুসলিমদের উপর যাদের সীমালংঘনকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে এবং তাদের সাথে ততক্ষন পর্যন্ত লড়াই করতে হবে যতক্ষন না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। একইসাথে তারা এমন একটি দল যারা যেকোন নিরপেক্ষ শরঈ কোর্ট অথবা প্রতিথযশা ইলমের ছাত্রদের ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করে, এবং তারা হল তইফা আল-মুমতানিয়া (প্রতিহত করা উচিৎ এমন দল) যারা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিরপেক্ষ শরঈ কোর্টের রায় প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহর শরীয়াহ অনুযায়ী তারা লড়াইযোগ্য একটি দল। কিন্তু শরঈ নীতি অনুযায়ী , আমাদের স্কলাররা তাদের সাথে আত্মরক্ষা ছাড়া লড়াই করার অনুমতি দেননি। আমাদের এখানে উল্লেখ করা দরকার যে আবু নূহ ঐধরণের লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেননা যারা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আপত্তি করবে, কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্তে আসার আগে এই সম্মন্ধে স্কলারদের কাছে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর এবং তাঁদের ফতওয়া তালাশ করেছেন।

বিদ ‘আতিদের প্রতি আবু নূহের ঘৃণা শুধুমাত্র চরমপন্থি তাকফিরিদের প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিলনা। পরন্তু তাঁর ঘৃণা প্রত্যেক সাধারন পথভ্রষ্টদের প্রতি ছিল। আধুনিক ইখওয়ানি, নতুন মুরজিয়াদের(তথাকথিত সালাফিয়াহ) প্রতিও তাঁর তীব্র ঘৃণা ছিল।

সুসংবাদের স্বপ্ন

আবু নূহ এবং অন্যান্য ভাইয়েরা তাঁকে নিয়ে অনেক সুন্দর স্বপ্ন দেখত, যাইহোক আমি এখন তার অনেকগুলোই ভুলে গেছি। কিন্তু আমি তার কিছু ইনশাআল্লাহ উল্লেখ করব। তারপূর্বে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে স্বপ্ন কোন দলিল নয় এবং কারো একটা নির্দিষ্ট স্বপ্ন দেখে তা সত্য বলে ধরে নেয়া উচিৎ নয়, প্রকৃতপক্ষে সত্যকে নির্ধারণ করতে হবে কোরআন এবং সুন্নাহর উপর যার বুঝ সালাফরা দিয়েছেন, আর যেকেউ তা অনুসরণ করবে সেই সত্যের উপর থাকবে। আর স্বপ্নের বেলায় তা শুধুমাত্র তাঁদের জন্য সুসংবাদ যারা সঠিক পথের উপর আছে। আর যে অন্যকোন পথে রয়েছে তার জন্য তা স্বপ্ন কোন কিছুইনা। এখন এখানে আবু নূহের অথবা তাঁর সম্মন্ধে তাঁর ভাইদের কিছু স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা যাক।

সিরিয়াতে আমাদের প্রথম মাসে, আমাদের এক ভাই একটা স্বপ্ন দেখল যে আবু নূহ একটা শহীদি হামলা পরিচালনা করছেন আর তিনি এভাবেই শহীদ হলেন। তাই যে ভাই এই স্বপ্ন দেখছিল সে এবং অন্য আরেকভাই আবু নূহের চেহারা দেখতে গেল তখন তারা তাঁর চেহারাতে অনেক উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখতে পেলেন। তারপর তারা কবরস্থানে গেল যেখানে আবু নূহকে সমাহিত করা হয়েছে তারপর এক ভাই আবু নূহকে সালাম দিল এবং তিনি তাঁর কবর থেকে সালামের জবাব দিলেন। তাই দেখে যে ভাই স্বপ্নটি দেখছিল সেও তাঁকে সালাম দিল এবং আবার তিনি কবর থেকে সালামের জবাব দিলেন এবং বললেনঃ “এটাই আসল জীবন এবং আমি এখানে খুবই আনন্দিত। তাই নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর পথে জিহাদকে আঞ্জাম দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি যে দুনিয়াতে আছি সেখানে আস”। [তার স্বপ্ন শেষ]

একটা স্বপ্নে যেটা আবু নূহ নিজে দেখেছে যেখানে তাঁকে এবং আবু তালহা আল-সুরিকে একটা মাকড়সা কামড়াচ্ছে। আবু নূহকে তাঁর পায়ে কামড় দেয়া হয়েছিল। তারপর তিনি আকাশে উড়ে গিয়ে কুফফারদের সাথে লড়াই করছেন এবং তাদের

অনেককে তাঁর অস্ত্র দিয়ে হত্যা করলেন তারপর তিনি নিজে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর তিনি যেসব কুফফারদের হত্যা করলেন তাদের চেহারা দেখতে গিয়ে দেখলেন সেগুলো কালো এবং খুবই বিশ্রী দেখাচ্ছে। কিন্তু আবু নূহের চেহারা শুভ্র এবং খুবই উজ্জল ছিল, তাই তিনি এক কাফিরকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি কি মৃত?' এতে কাফিরটি জবাব দিল 'আমিও মৃত এবং তুমিও মৃত'। কিন্তু আবু নূহের চেহারা উজ্জ্বল এবং শুভ্র পক্ষান্তরে কাফিরের চেহারা মলিন এবং কালো। আর আবু নূহ খেয়াল করল যে তাঁর দাড়ি আগের থেকে ছোট হয়ে গেছে। [তাঁর স্বপ্ন শেষ]

আবু নূহ এই স্বপ্ন দেখার পর তার সম্মন্ধে কথা বলেছিলেন (বাস্তব জীবনে)। তিনি এবং আবু তালহা উভয়ই একই লড়াইয়ে আহত হন আর আবু নূহ তাঁর পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হন যেটা তাঁদের দুজনেরই স্বপ্নে দেখা মাকড়সার কামড়ের দিকে ইঙ্গিত করে। এবং তার কিছুদিন পর আবু নূহ এক দুর্ঘটনায় তাঁর দাড়ির অর্ধেক পুড়ে ফেলেন। তখন তিনি বলেছিলেনঃ "স্বপ্নে দেখা দুইটি বিষয় এর মধ্যেই সত্য হল (মাকড়সার কামড় ও দাড়ি ছোট হয়ে যাওয়া), তাই আমরা মনে হয় পরেরটা হয়তোবা আমার শাহাদাত হবে"। এবং একমাস যাওয়ার পূর্বেই তিনি শহীদ হলেন। উপরি উল্লেখিত তিনটি বিষয়ই একমাস সময়ের মধ্যে সংঘটিত হল এবং তিনি ছোট দাড়ি ও সদ্য সেরে উঠা পা নিয়ে শহীদ হলেন।

আরেকটি স্বপ্নে আবু নূহ দেখেছিলেন যে তিনি কুফফারদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় একটি বিল্ডিং ছিলেন। তখন একটি মিসাইল বিল্ডিংটিতে আছড়ে পড়ল এবং তিনি ডানদিকে পড়ে গেলেন ও 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' পাঠ করতে লাগলেন এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। [তাঁর স্বপ্ন শেষ] আর এটা বাস্তবতার সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ কারণ আমরা যা জানি তা হল তাঁর শেষ মুহূর্তে তিনি একটি বিল্ডিং এর ভেতর থেকে কুফফারদের সাথে লড়াই করছিলেন আর ক্রমাগত বোমাবর্ষণের ফলে তা আবু নূহ সহ মাটিতে মিশে যায়।

মালদ্বীপে থাকাকালীন সময়ে অন্য একটি স্বপ্নে আবু নূহ দেখেছিলেন তিনি সউদি আরব গেলেন এবং সেখানের লোকজনকে বানরের মত দেখলেন এরপর তিনি অন্য একটি জায়গায় গেলেন যেখানের দেয়ালে তিনি ইসলামিক আলপনা দেখতে পেলেন। তিনি ঐজায়গায় গিয়ে খুবই খুশী এবং সন্তুষ্ট হলেন। তারপর তিনি ঐজায়গার নির্দেশিত একটি পথ ধরে চলতে লাগলেন যতক্ষণ না তিনি একটি খুবই

সুন্দর জায়গায় গেলেন যেখানে অনেকগুলো বড় গেইট দেখতে পেলেন এবং তার চারপাশে লম্বা দাড়িওয়ালা অনেকগুলো সুন্দর যুবক দেখতে পেলেন। [তাঁর বাক্য শেষ]

যখন তিনি বাস্তব জীবনে সিরিয়া আসলেন, তিনি সিরিয়ার দেয়ালগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলছিলেন এইগুলো সেই দেয়াল যা তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। এটা সম্ভব যে, যে পথ তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন তা জিহাদের পথ যা তাঁকে সিরিয়ায় নিয়ে এসেছে যতক্ষন না তিনি জান্নাতে না পৌঁছান।

অন্য একটি স্বপ্নে তিনি দেখলেন নবী সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসতেছেন তাই তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য দৌড়ে গেলেন এবং দেখলেন তিনি যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে লোকজনের ভীড় হয়েছে। তখন তিনি সেখানে কি হয়েছে তা দেখতে গেলেন এবং নবী সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের মাঝে দেখলেন, অতঃপর তিনি তাঁর(রাসুল) সাথে আলিঙ্গন এবং মুসাহাফা করলেন। তারপর আবু নূহ রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিছু বলতে গেলেন কিন্তু তিনি ভুলে অন্যকিছু বলে ফেললেন যা শুনে রাসুল সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন। তারপর আবু রাসুল নূহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জন্য দুয়া করতে বললেন তারপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে ক্ষমা করার জন্য দুয়া করলেন। পরবরতী যে জিনিসটি আবু নূহ খেয়াল করলেন তাহল তাঁর উভয় হাঁটুর নিকটের পা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। [তাঁর কথা শেষ] অন্য আরেকজন ভাই বললেন এটা হয়ত তাঁর দুপায়ের হাঁটুর নিকট আঘাতকে নির্দেশ করছে এবং এটা তাঁর উপর ক্ষমার একটি নিদর্শন। আবু নূহ এই স্বপ্নটি যখন দেখেছিলেন তখনও তিনি মালদ্বীপে। আরেকটি স্বপ্নে, আবু নূহ একদল সিংহ দেখেছিলেন তারপর দেখলেন তিনি রাসুল সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে থেকে লড়াই(একটা শত্রুর সাথে) করছেন। [তাঁর কথা শেষ]

তাঁর শাহাদাতের একদিন পর, আবু নূহের চার বছরের ছেলে ঘুম থেকে উঠে তার মাকে জিজ্ঞেস করলঃ "বাবা এখন আকাশে ঘুমাচ্ছে, তাই না?"। শিশুটি তাঁর শাহাদতের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার কারণে এই ধরনের প্রশ্ন করেছিল এবং পরে সে এটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল যে, সে স্বপ্নে তার বাবাকে আকাশে ঘুমাতে দেখেছে।

এর সাথে, তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর মা একটি স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি একটি অনুর্বর ভূমিতে তাঁর পরিবারের সবার সাথে আছেন। ঐভূমির মাঝখানে, অনেকগুলো কবর আছে এবং আবু নূহ সেখান হতে বের হয়ে আসছিলেন। তাঁর চাচাতো ভাই তাঁর হাত ধরে তাঁকে উপরে উঠাচ্ছেন। তারপর আবু নূহের স্ত্রী সেখনে দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি এখানে কি করে এলে?" তার জবাবে তিনি বললেনঃ "কোন কিছুর সাথে ঝুলে"। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "কি জন্যে?" তারপর তিনি হাসলেন এবং এমন কিছু বললেন যা তাঁর স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নির্দেশ করে। আর ঐসময়ে আবু নূহের মা তাঁর কাছে দৌড়ে গেলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন এর প্রতিউত্তরে আবু নূহ বললেনঃ "মা, আমি এখন খুবই অপরিচ্ছন্ন কারণ আমি রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে আছি। আমি এখন যাচ্ছি"। **[স্বপ্ন শেষ]**

প্রকৃতপক্ষে সে পুরোপুরি পরিষ্কার ছিল। তাঁর কাপড়, লম্বা দাড়ি, চুল সবকিছুই সাদা রঙের ছিল। এবং তিনি আরও যোগ করেন যে স্বপ্নে আবু নূহের চেহারায় একটি দুষ্ট হাসি লেগেছিল।

এছাড়াও আবু নূহকে নিয়ে দেখা আরও অনেক স্বপ্ন যা আমি এখন ভুলে গেছি। সময়ের সাথে সাথে আমি তা ভুলে গেছি কিন্তু সিরিয়ায় আমার প্রথম মাসগুলোতে, আমার ধারণা করতাম আবু নূহ আমাদের দলের মধ্যে প্রথম শহীদ হতে যাচ্ছে কারণ আমাদের সিরিয়ায় আসার পর থেকে বরাবরই তাঁর শাহাদাত নিয়ে অনেক সুন্দর স্বপ্ন দেখা গিয়েছিল।

একটি শহীদি হামলার সন্ধানে

তাঁর শাহাদাতের একমাস অথবা তার কিছু পূর্বে, আবু নূহ এবং আরেকজন ভাই শাইখ আবু সুলাইয়মান আল-মুহাজির হাফিযাহুল্লাহ (জাবাহাত আন-নুসরা এর শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্য) এর কাছে সুপারিশ করার জন্য গিয়েছিলেন যাতে করে তিনি তাঁর নাম শহীদি হামলায় অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি শাইখকে এটার সময় ত্বরান্বিত করার জন্য বললেন। শাইখ আবু সুলাইমান তাঁর(আবু নূহ) শাহাদাতের পর এটা নিয়ে টুইট করে বলেছিলেনঃ "*তিনি রাহিমাহুল্লাহ কিছুদিন আগে আমার কাছে সুপারিশ করার জন্য এসেছিলেন যাতে তাঁর নাম শহীদি হামলায় লিখাতে পারেন। তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন এবং শাহাদাত পেয়েছিলেন*"

আবু তোরাব মালদ্বীপিয়ানের শহীদি হামলার দিন, যেদিন আবু নূহও শহীদ হয়েছিলেন, আবু নূহ আবু তোরাবের সাথে ঝগড়া করে বলেছিলেনঃ " *এটা ঠিক হচ্ছেনা, আমি তোমার আগেই শহীদি হামলার জন্য নাম লিখিয়েছি আর তুমি আমার আগেই তা পেয়ে যাচ্ছ* "। আর এটা এরকমই হল যে তাঁরা একই দিনই শহীদ হয়েছিলেন পার্থক্য হল শুধু কয়েক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান।

শাহাদাতের সন্ধানে

২৫শে মে ২০১৪, ভোর হওয়ার সাথে সাথে পর পর চারটি শহীদি হামলায় দুনিয়া কেঁপে উঠল এবং প্রত্যেকটি বিস্ফোরণে পুরো এলাকা ও তার চারপাশে প্রতিধ্বনিত হল। আবু তোরাব সিয়ামরত অবস্থায় শহীদ হল। তারপরের অপারেশন হল ইক্বতিহাম(ঝড়ো বেগে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ) যাতে আবু নূহ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটা খুবই ভোরে সংঘটিত হয়েছিল এবং তাঁরা কেউই সকালের নাস্তাও করেননি। তাঁরা(মুজাহিদরা) কুফফারদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লড়াই করে প্রবেশ করেছিল এবং নিকট সীমার মধ্যে একটার পর একটা বিল্ডিং তাদের হাত থেকে দখল নিচ্ছিলেন।

আবু নূহ সম্পর্কে বলা হয় তিনি খুব সাহসিকতার সাথে কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। একটি উদাহরণস্বরূপ, তিনি নিজেকে জমিনে কুফফারদের খুবই নিকটে নিয়ে যান এবং তাঁর AK৪৭ থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করেছিলেন। তিনি একজন মৃত কুফফারের বুলেট নিয়ে তাঁর ভাইদের সাথে তা শেয়ারও করেছিলেন। যেসব ভাইয়েরা অপারেশনের পর নিরাপদে ফিরে এসেছিল তাঁদের মতে লড়াইটা আসলেই খুবই বিপদজনক মুকাবিলা ছিল।

আবু নূহ এবং কিছু ভাইয়েরা একটি বিল্ডিঙে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা এটা দখল করে পরে সেখান থেকে আরেকটি দখল করার জন্য তার থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ময়দানের স্বাভাবিক বিভ্রান্তির কারণে ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল যে আবু নূহ ঐ বিল্ডিং থেকে বের হয়নি। বিল্ডিঙের সামনে ঘোষণা করা হয়েছিল, যে কেউ ভিতরে থাকলে এখনই যাতে নেমে আসে কিন্তু তাতে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। কয়েক ঘণ্টা পার হওয়ার পরও ভাইয়েরা জানতেন যে তিনি নিশ্চয় নিখোঁজ কিন্তু সেখানে আর কোন বিল্ডিং ছিলনা, কারণ অনবরত গোলাবর্ষণের ফলে ঐ এলাকার আশপাশের সব বিল্ডিং ধ্বংস হয়ে গেছে। আবু নূহ শহীদ হয়েছিলেন।

লড়াইয়ের পূর্বে তিনি যে শাহাদাতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেনঃ "*আজকের পর আমি আর ফিরে আসবনা। আমি চাইনা পাহাড়ারত অবস্থায় শহীদ হতে, বরঞ্চ আমি সম্মুখ সারিতে তীব্রভাবে শত্রুর সাথে লড়াই করে শহীদ হতে চাই*"।

আর এটাই ছিল এই মহান লোকটি সম্মন্ধে কিছু কথা যা আমরা একত্রিত করতে পেরেছি কিন্তু যার মর্যাদা এই কিছু মূল্যহীন কথার দ্বারা দেয়া সম্ভব নয়, আর কেউই ভুলের উর্দ্ধে নয়। পানি যা সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয় সামান্য ময়লা পড়ার ফলে তা তেমন নষ্ট হয়না। মহান মানুষ ছোট-খাট ত্রুটির কারণে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। আমরা আল্লাহর কাছে চাই, তিনি যেন আবু নূহ এবং অন্যান্য শহীদদের জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দেন এবং আমাদেরকে যেন তিনি সেই রহমত থেকে বঞ্চিত না করেন যা তিনি তাঁদের উপর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রিয় ভাইয়েরা শাহাদাত অন্বেষণে আমাদেরকে পরাজিত করেছেন এবং আমরা আল্লাহর কাছে চাই যে, আল্লাহ যেন তাঁকে সেইসকল লোকের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেন যাঁরা তাঁর নিকটস্থ। এবং আমরা আল্লাহর কাছে চাই যে, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর পথে নিষ্ঠার সাথে, পিছনে না ফিরে, রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্বিদাহ এবং মানহাজের উপর শিরক এবং বিদআত মুক্ত অবস্থায় শহীদ হিসেবে কবুল করেন।
লেখকঃ আবু দুজানাহ আল-মালদ্বীপি

আবু নূহ সম্মন্ধে তিনি যা জানেন এবং যা দেখেছেন তার আলোকে
১ জুন ২০১৪

বিলাদ আল-শাম মিডিয়া(সিরিয়াতে মালদ্বীপিয়ানরা

http://www.biladalsham.wordpress.com
@BiladAlSham_Dhi.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৬৮০

সৌদি রাজতন্ত্রী জাতীয়তাবাদ আমার পদতলে!

শায়খ ফারিস আয-যাহরানি(রাহিমাহুল্লাহ) এর অমীয় বাণী

Alif

Member

০১-১৪-২০১৬

"সৌদি রাজতন্ত্রী জাতীয়তাবাদ আমার পদতলে!"

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি যিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময়, ক্ষমাশীল আবার যিনি শাস্তিদানেও কঠোর। তিনিই আমাদের শান্তি ও সুকূনের উৎস। আমাদের সুনিশ্চিত প্রত্যাবর্তন তার কাছেই। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরুদ ও সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। এই সম্মানিত রাসূলই(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। শিখিয়েছেন ইজ্জত ও সম্মানের সবক। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে সালেহীনদের পথে চলা যায়। আর আমরা শিখেছি এই পথের বিরোধী দ্বীনের দুশমনদের চ্যালেঞ্জ করতে। তিনি আমাদের কাফের মুরতাদদের চাটুকারিতা করার শিক্ষা দিয়ে যান নি। এই হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), নবীদের সরদার আর সারা জাহানের ঈমানদারদের অবিসংবাদিত নেতা। আল্লাহ তার মেহনতকে কবুল করুন আর তার কবুল করুন তার অনুসারী মহান সাহাবাদের(রাঃ)। এই শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী অসাধারণ মানুষগুলো ঈমানের জন্য কতই না ত্যাগ করতেন আর কোন ছাড়াছাড়ি করেন নি। যে ব্যক্তিই সরল পথ থেকে মুখ ফিরিয়েছে সাহাবারাও ঐ ব্যক্তিকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, চাই ঐ ব্যক্তি তাদের নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। এই মহান সাহাবায়ে রাসূলেরা দুনিয়াব্যপী এই দ্বীনের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রমাণ রেখে গেছেন।

তারা জনপদের পর জনপদ, এক দেশের পর আরেক দেশ জয় করেছেন শুধু এর অধিবাসীদেরকে তাওহীদের পতাকাতলে সমবেত করার জন্য। মানবজাতিকে বিশ্বজগতের রব এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকার জন্য তারা নিজেদের রক্ত ও ঘাম ঝড়িয়েছেন।

আম্মা বাআ'দ। প্রিয় ভাইয়েরা, আমি আল-মু'তায বিল্লাহ ফারিস ইবন আহমাদ ইবন জামা'আন ইবন আলি আল সুওয়াইল আল-হাসানি আল-যাহরানি আল-আযদি। আজ আমি ঘোষণা করছি যে, সৌদি রাজতন্ত্রী জাতীয়তা আমার পদতলে। আমি কোন সৌদি নই আর আমি এই ধরণের জাতীয়তাবাদী পরিচয়কে স্বীকার করি না। আমি মুসলিম উম্মাহর একজন মুসলিম ব্যক্তি। এই আমার পরিচয়। আমি সীরাত ও ইতিহাস পড়েছি কিন্তু কোথাও এই রকম "জাতীয়তা"(Nationality) জাতীয় বিষয় পাই নি। অতীতে যে কোন মুসলিম ব্যক্তি তার ইচ্ছেমত দারুল ইসলামের যেকোন ভূমিতে যখন ইচ্ছে তখন ভ্রমণ করতে পারত। কোন পাসপোর্ট ভিসার অতিরিক্ত বিষয় তাকে বাধা দিত না। মুসলিমদের কোন নির্দিষ্ট দেশও থাকত না যাকে সে পূজা করবে(যেমনটা আজকের জাতীয়তাবাদীরা করছে)। বংশসূত্রে আমার পরিবার এসেছে যাহরান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বনী হাসান থেকে। এই গোত্র আরবদের মাঝে সুপরিচিত। যাহরান গোত্র এসেছে আল-আযাদ থেকে। তাই স্পষ্টতই আমি সৌদি রাজপরিবারের কোন বংশধর নই। সৌদি রাজপরিবারের কোন অধিকার নেই এভাবে জাতীয়তাবাদের নামে নিজেদের পারিবারিক উপাধি সাধারণ মানুষের ওপর আরোপ করার। এই দেশ সৌদের সম্পত্তি নয়, এই ভূমির মানুষেরা সৌদি রাজপরিবারের দাস নয়।

পুরো দুনিয়াতে মানুষেরা নিজেদের পরিচয় দেয় গোত্র, ভৌগলিক অবস্থান ও পারিবারিক উপাধিতে। অথচ এই সৌদি রাজতন্ত্র শাসিত পবিত্র ভূমিতে মানুষকে এই অত্যাচারী রাজপরিবারের পরিচয় কেন ধারণ করতে হবে? কেন এই দেশের নাম সৌদি(?) আরব হবে, কেন মানুষের জাতীয়তা হবে সৌদি?

আল্লাহ বলেন,

فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ [٤٣:٥٤]

"এইভাবে সে তার স্বজাতিকে ধাপ্পা দিয়েছিল, ফলে তারা তাকে মেনে চলল। নিঃসন্দেহ তারা ছিল সীমালংঘনকারী জাতি। " [আয-যুখরুফঃ ৫৪]

আমি এই কথিত সৌদি আরবের ভাইদের আহ্বান জানাই যে আপনারা এই অত্যাচারী রাজপরিবারের ধোঁকাবাজি থেকে নিজেদেরকে হিফাজত করুন। এই পরিবার এই দেশের জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে, ধাপ্পা দিচ্ছে। আমি এই দেশের দ্বীনি ভাইদের উদ্দেশে বলতে চাই, "হে আমার ভাইয়েরা! আপনারা নিজেদের সোনালী অতীতের কথা স্মরণ করুন। এই জালিম শাহীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। এই শাসকগোষ্ঠীই আপনাদের আর আপনাদের দ্বীনের সম্মানকে মানুষের সামনে খর্ব করছে।"

কবি বলেন,

"সে আমাদের ব্যঙ্গ করছে কারণ আমরা সংখ্যায় স্বল্প আমি তাকে বললাম, "সম্মানিতরা সংখ্যায় অল্পই হয়, আমাদের ক্ষুদ্র দলকে ছোট করে দেখো না আমরা তরুণ কিন্তু আমরা সম্মনকেই নিজেদের আকাঙ্ক্ষা বানিয়ে নিয়েছি আমাদের স্বল্প সংখ্যায় কোন যায় আসে না আমাদের প্রতিবেশীরা অন্যদের মত হীনমন্য নয় আমরা হত্যা করাকে অভিশাপ মনে করি না যদি তা হয় আমেরিকার ক্রুসেডার হত্যা, আমরা মুজাহিদীনরা শহীদানের মৃত্যু কামনা করি আমরা অকুতোভয়; আর ঐ কাফেররা তো পুরো জীবনটাই মৃত্যুভয়ে কাটিয়ে দেয়,আমরা তো শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করি যাদের সাথে তা করা দরকার আমাদের একজন নেতা মারা গেলে আরেকজন এসে যায়, আমরা কোন সাহায্যকামীকে খালি হাতে ফেরত দেই না আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না; সবাই জানে দুশমনদের সাথে অতীতে আমরা কেমন ব্যবহার করেছি আমাদের তরবারিগুলো সহস্রের হাতে হাতে পশ্চিম ও পূর্বে এমন সব তলোয়ার যা কখনই খাপমুক্ত হবার পর বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না"

অতএব, হে আরব উপদ্বীপের গোত্রসমূহ, মনে রেখ যে তোমাদের গৌরব কেবল আর কেবল মাত্র ইসলামই আনয়ন করেছিল। অথচ, এই স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রকাশ্য কুফরের দ্বারা সম্মানিত এই দ্বীনেরই বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছে!! এই শাসকগোষ্ঠী বারংবার কাফের ক্রুসেডার রাষ্ট্রসমূহকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে। তারা নানা ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে দিয়েছে। তারা ধীরে ধীরে এই

আরব উপদ্বীপকে ক্রুসেডার ন্যাটো ও ইসরাইলের ইহুদীদের কাছে নত স্বীকার করাচ্ছে। তারা ঈমানদারদের ধাওয়া করছে, তাদের গ্রেফতার করছে। আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা তারা হারাম করছে, আর যা তিনি হারাম করেছেন তা করছে হালাল। এই সবগুলো বিষয় যুবক-বৃদ্ধ সবার কাছেই একেবারে সুস্পষ্ট।

হে আমরা ভাইয়েরা দেখুন, এই তাগূতী শাসকরা ইসলামকে ছেড়ে দেয় নি। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে রত আছে শুধু আমাদের এই দ্বীন ইসলামের জন্য। অথচ তারা দাবী করে, "আমরা দ্বীনের রক্ষক"। এ কেমন দ্বীনের রক্ষক যে কাফেরদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে? প্রকৃতপক্ষে এরা হল ইতিহাসের সেরা ধোঁকাবাজ চোরের দল। তারা এই ভূমির সম্পদ ভোগদখল করে খাচ্ছে। এর প্রাযুর্যকে এরাই শেষ করে দিচ্ছে। এর অর্থনীতিকে এরাই ধ্বংস করে দিচ্ছে। এরাই নিশেঃষ করে ফেলছে এই ভূমির প্রাকৃতিক সম্পদগুলো। এই শাসক ও তার ক্রুসেডার মনিবরা দুনিয়ার মানুষের চরিত্র বিনষ্টকারী আকিদা, আখলাক আর সংস্কৃতির প্রসার ঘটাচ্ছে। তাদের অসংখ্য জঘন্য ঘৃণিত কর্মকাণ্ডের ভেতর এগুলো তো সামান্যই কিছু উদাহরণ।

হে জাজিরাতুল আরবের সিংহেরা, আর কতদিন এভাবে আতংকগ্রস্ত, ভীত অবস্থায় দিনাতিপাত করবে? হে ইসলামের বীরেরা! তোমরাই তো আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর তার মুহাজির আনসার সাহাবাদের উত্তরসূরী।

আমি সৌদি রাজবংশের উদ্দেশে বলতে চাই, এটা আশা করো না যে আমরা তোমাদের প্রতি দয়া দেখাব যখন কিনা তোমরা আমাদের অনবরত বিরুদ্ধাচরণ করেই যাচ্ছ। মহান আল্লাহ জানেন যে, আমরা তোমাদের পছন্দ করি না। আমাদেরকে অপছন্দ করার জন্য তোমাদের আমরা দোষ দেই না। একজন আরেকজনকে ঘৃণা করার কারণ থাকে। আমরা সবসমই তোমাদের অপছন্দ করেছি কারণ তোমরাও তাই কর।

আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমরা তারই ওপরই তাওয়াক্কুল করছি। সকল শক্তি ও ক্ষমতা মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর। আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর দরুদ ও সালাম।

--- শায়খ ফারিস ইবন আহমাদ আল সুওয়াইল আল-যাহরানি

১৪২৫ হিজরি, মঙ্গলবার, জমাদিউল আখিরাহ

মূল -http://justpaste.it/farisalzahranibd

vide০ link

. https://www.youtube.com/watch?v=UnnTLJQlDU০

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৭২৩

ডাকাত থেকে সাহাবী-আবু জর আল গিফারী (রাঃ)

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-৩১-২০১৫

ডাকাত থেকে সাহাবী-আবু জর আল গিফারী (রাঃ)মক্কা যে গিরিপথের মাধ্যমে বাকী পৃথিবীর সাথে যুক্ত ছিল সেটা ছিলওয়াদান ভ্যালী এবং সেখানেই ছিল গিফার গোত্রের বাস। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এই জাতি মক্কা এবং সিরিয়ার মধ্যে যে সকল বানিজ্য বহর চলাচল করত তাদের জিম্মি করে চাঁদবাজী করত । বানিজ্য কাফেলা তাদের দাবী পূরণে ব্যর্থ হলে তারা মালামাল আর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করত ।

জুনদুব ইবন্ জুনাদা নামে এই গোত্রের ভয়ংকর এবং ক্ষিপ্রএকজন নেতা ছিল, যাকে মানুষ আবু জর ডাক নামেই বেশী চিনত।লোকটি সমগ্র আরব অঞ্চলে তার সাহসএবং স্থিরচিত্তের জন্য বিখ্যাত ছিল। লোকজন তাকে সেই মানুষ হিসাবেও জানত যে মানুষ আরবের সকলে যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জীবনধারণ করে সে তাকে মিথ্যা বলে মনে করত।

ওয়াদান মরুভূমিতে অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে খবর পৌঁছাল যে, মুহাম্মাদ নামের একজন ব্যক্তি মক্কায় নিজেকে আল্লাহর নবী বলে পরিচয় দিচ্ছে। একথা শোনার পর তার অন্তরে খেলে গেল এক অদ্ভূত আলোড়ন। মন বলল এই লোকটিই হয়ত সে, যে এ জাতিকে মূর্তিপূজা এবং পাপাচার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবে। এ জনকে ও জনকে জিজ্ঞেস করেও তিনি কোন সদুত্তর পেলেন না।অস্থির মনের ব্যাকুলতা আরো বরং বেড়ে গেল। মন বলল আর তো বিলম্ব করা যায় না। বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে নিশ্চিত খবর তার চাই।

তাঁর ছোট ভাই এর নাম ছিল আনিস। বড় ভাই এর অস্থিরতা তার চোখেও ধরা পড়েছিল। আনিস নিজেও বড় ভাইকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। আবু জর একদিন তাকে ডেকে নিয়ে বললেন,"তুমি মক্কায় চলে যাও। ওখানে গিয়ে চুপি চুপি সে লোকটিকে খুঁজে বের করবে যে নিজেকে নবী বলে পরিচয় দিচ্ছে। সাবধান থেকো,ওখানকার মানুষ জানতে পারলে তোমাকে এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। লোকটি কি কি বলে তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনো, বিশেষ করে সে কথাগুলো,

যা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়েছে বলে বলছে। দ্রুত যাও আর ফিরে এসে আমাকে সব জানাও।"

আনিস দেরী না করে বেরিয়ে পড়ল। মক্কার বিপদসংকুল পরিস্থিতি। নতুন নবীর দাবীদার মুহাম্মাদের সন্ধান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সংশয় আর শংকার মধ্যেই আনিস একদিন খুঁজে বের করলো মুহাম্মাদকে (আল্লাহর করুনা শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক)। আনিস তাঁর কথা শুনলেন, তারপর মক্কা থেকে তিনি দ্রুত ওয়াদান এর পথে রওয়ানা হলেন।ইতিমধ্যেই আবু জর অস্থির হয়ে উঠেছেন। মক্কা-ওয়াদান পথে তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আনিসের আগমন পথের প্রতীক্ষায় ছিল। একদিন দেখা গেল আনিস ফিরে আসছে। ছুটে গেলেন তিনি আনিসের কাছে। উদ্বিগ্ন আবু জর জিজ্ঞেস করলেন,"কি দেখলে ওখানে, দেখা হয়েছিলো তাঁর সাথে?""হ্যাঁ। একজন মানুষকে ওখানে সত্যিই আমি পেয়েছি যে নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত নবী বলে বলছে। সে কবি নয় এবং সে মানুষকে কেবল সত্য ও সৎকাজের দিকে ডাকছে।""মানুষজন তার সম্বন্ধে কি বলছে?""তারা তাকে যাদুকর, মিথ্যাবাদী আর কবি হিসাবে বলছে।""তুমি আমার কৌতুহল মেটাতে পারলে না। তুমি কি আমার পরিবারের দিকে খেয়াল রাখতে পারবে যদি আমি নিজেই মক্কা যাই আর সেই নবী বলে দাবীদার লোকটির সবকিছু নিজেই দেখে আসি?""হ্যাঁ। তবে সাবধান, মক্কার লোকদের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন।" আর দেরী না করে আবু জর বেরিয়ে পড়লেন। তারুণ্যে উদ্দীপ্ত যৌবনতার। জীবনে কতবার মানুষের সম্পদ লুট করার জন্য ক্ষিপ্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়েছেন, আর আজ তিনি চলেছেন এক মহাসত্যকে গ্রহণ করে নেবার জন্য। প্রখর সূর্য, গভীর রাতের নিকষ কালো অন্ধকার সবকিছু পেছনে ফেলে অকুতোভয় মানুষটি এগিয়ে চললেন মক্কার দিকে। মক্কায় পৌঁছেই তীক্ষ্মধী আবু জর বুঝতে পারলেন শুধুমাত্র মুহাম্মাদের সাথে দেখা করার চেষ্টার কারণে তিনি অত্যন্ত অনিরাপদ ও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন এবং এজন্য তিনি কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। আবু জর লক্ষ্য করলেন কুরাইশরা মুহম্মাদের আনুসারীদের নির্মম শাস্তি দিচ্ছে আর কে কে মুহাম্মাদের কাছে আসছে তা দেখার জন্য চতুর গোয়েন্দাবাহিনী নামিয়েছে। আবু জর জানতেন যে এ অবস্থা তাকে মোকাবেলা করতে হতে পারে, তাই তিনিও প্রস্তুত ছিলেন।

বুদ্ধিমান আবু জর এজন্য কোন লোকের কাছে মুহাম্মাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত রইলেন। পরিস্থিতি উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তিনি রাতে কাবাঘরের এক কোণে শুয়ে পড়তেন। একদিন আলী ইবন্ আবী তালীব তাকে দেখে ভাবলেন তিনি নিশ্চয়ই একজন আগন্তুক। আলী তাঁকে তার বাড়ীতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আবু জর মেহমান হিসাবে চললেন আলীরবাড়ীতে। রাত যাপন করে তিনি সকালে আবার কাবার কাছে চলে এলেন, তবে আবু জর বা আলী কেউ কাউকে কোন প্রশ্ন করলেন না।মুহাম্মাদ নামের নবী বলে দাবীদার লোকটির দেখা পাবেন বলে পরদিন সারাদিন তিনি কাবার কাছে খুঁজে খুঁজে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু দেখা পেলেন না। রাতে আবারচলে এলেন কাবার মসজিদে ঘুমাতে এবং আজও আলী ইবন্ আবী তালিব দেখলেন তাকে। আজ আলী বললেন, "এখনওকি সে সময়টা হয়নি যখন মানুষ বাড়ীর দিকে যায়, চলুন।"আবু জর আজও আলীর সাথে তার বাড়ীতে গেলেন এবং আজও দুজনের কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

এমনিভাবে তৃতীয় দিন এল। আজও আলীর মেহমান হয়েই আবু জর এসেছেনআলীর বাড়ীতে। আজ আলী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাকে বলবেন কেন আপনি মক্কায় এসেছেন?""আমি আপনাকে তখনই বলব যখন আপনি আমার সাথে এই প্রতিজ্ঞা করবেন যে, আমি যা চাই তার সঠিক সংবাদ আপনি আমাকে দেবেন আর কাউকে তা জানাবেন না।" আলী রাজী হলেন। আবু জর বললেন,"আমি মক্কা থেকে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি একজন লোকের খোঁজে, যার নাম মুহাম্মাদ, যে নিজেকে নবী বলে পরিচয় দিচ্ছে। আমি শুধু তার সাথে একটু দেখা করে তার কিছু কথা শুনতে চাই।"আনন্দে আলীর চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আলী বললেন, "আল্লাহর শপথ, তিনি সত্যিই নবী।" আলী তাকে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তিনি যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার থেকে কিছু আবু জরকে শোনালেন। অবশেষে তিনি বললেন, "কাল সকালে আমি আপনাকে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে নিয়ে যাব। আমি যেখানে যাব আপনি দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করবেন। আমি যদি আপনার জন্য বিপজ্জনক কোন কিছু দেখি তাহলে আমি মূত্রত্যাগ করার ভাব করে থেমে যাব। যদি আমি চলতে থাকি আপনি আমাকে

অনুসরণ করবেন এবং আমি যেখানে প্রবেশ করিআপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন।"

সে রাতে আবু জর এর ঘুম হল না। এতদিন ধরে যে মানুষটিকে দেখার জন্য তিনি হন্যে হয়ে ঘুরছেন কালতাঁরই সাথে দেখা হতে যাচ্ছে। আর তিনি যদি আল্লাহর নবীই হয়ে থুকেতাহলে কী সৌভাগ্যময় দিন তার আসতে যাচ্ছে কাল। পরদিন কথামত আবু জর চললেন আলীর সাথে রাসুল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দেখা করার জন্য। আলীর সাথে দূরত্ব বজায় রেখে তিনি আলীর পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন। কোন বিপদ ছাড়াই একসময় তারা পৌঁছে গেলেন কাঙ্খিত গন্তব্যে। কত কথা আবু জর যেন ভেবে রেখেছিলেন মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করার জন্য, তার কথাগুলোএকটু যাচাই করে নেবার জন্য, কিন্তু আজ যখন তিনি মুহাম্মাদ নামের এই লোকটির সামনে এলেন, তার আগেই আল্লাহ্ ঈমানের আলো আবু জরের অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন।

প্রথম দেখাতেই রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তিনি বললেন, "আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক হে আল্লাহর রাসুল।""আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ্"। রাসুলুল্লাহ্, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক, আবু জরের চেয়েও সুন্দর ভাষায় সে সম্বোধনের জবাব দিলেন, "তোমার উপরও আল্লাহর শান্তি, রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক।" "ওয়ালাইকুম আস্সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু"। আর এভাবেই আবুজর হলেন প্রথম মানুষ যিনি আল্লাহর রাসুলকে সেই কথাগুলো দিয়ে সম্বোধন করলেন যা পরবর্তিতে মুসলিমদের জন্য সম্বোধন রীতি হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকেস্বাগত জানরালেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাকে কুরআন থেকে কিছু বাণী পড়ে শেনালেন। আবু জর মোটেও দেরী করলেন না, সত্যের আলো তার হৃদয়ে আল্লাহ্ প্রজ্জ্বলিত করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ ও তার রাসুলকে বিশ্বাস করে সাক্ষ্যের উচ্চারণ তার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো। আর ভাগ্যবান এই লোকটি এভাবেই প্রথম দিককার মুসলিমদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলেন, যাদের সীমাহীন মর্যাদার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ ঘোষনা করেছেন।

এরপরের কথা আমরা আবু জরের মুখ থেকেই শুনব।"এরপর থেকে আমি রাসুল, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক, এর সাথে মক্কায় থাকতে লাগলাম। তিনি আমাকে ইসলাম এবং কুরআন শিক্ষা দিলেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন,"তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা তুমি এখানে মক্কার কাউকে জানিও না। আমার ভয় হয়, তা জানলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।"

আবু জর তারুণ্যদীপ্ত দুঃসাহসিক মানুষ। ইসলাম গ্রহণের আগেও তিনি কাউকে কখনও ভয় পাননি, বরং এ লোকটির সাহস আর পৌরুষ সবাইকে অবাক করেছে। আজ ঈমানের তেজ তার অন্তরে। তিনি কি কাউকে ভয় পেতে পারেন? আবু জর বললেন, "যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্ত্বার শপথ ইয়া রাসুলাল্লাহ্, আমি ততক্ষন পর্যন্ত মক্কা ত্যাগ করব না যতক্ষন না আমি কাবার প্রঙ্গনেকুরাইশদের মাঝখানে গিয়ে যে সত্য আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন সে সত্যের ঘোষণা না দেব।"রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চুপ রইলেন।

আমি কাবার মসজিদে গেলাম। কুরাইশরা সেখানে বসে ছিল এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আমি তাদের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছালাম এবং আমার গলার সর্বোচ্চ আওয়াজে বললাম, "কুরাইশগণ, আমি তোমাদের ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।"আমার কথার সাথে সাথে তাদের মধ্যেবিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া হল। তারা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল এবং বলতে লাগল, "একে এখনই ধর, সে নিজের দীন ত্যাগ করেছে।" তারা আমাকে ধরে ফেলল, আমার উপর চড়ে বসল আর আমাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারতে লাগলো। তাদের সেই বীভৎস মার আমাকে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সে সময় আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব, যিনি রাসুলুল্লাহর চাচা, আমাকে চিনতে পারলেন। তিনি আমার উপর আচ্ছাদনের মত ঝুঁকে পড়লেন এবং আমাকে তাদের মার থেকেরক্ষা করলেন। তারপর তাদের বললেন,"তোমাদের ধ্বংস হোক, এ তোমরা এ কি করছ? তোমরা কি গিফার গোত্রের একজন লোককে মেরে ফেলছ অথচ তোমাদের ব্যবসা ও বাহনগুলো গিফার গোত্রের উপর দিয়েই মক্কা থেকে বের হবে।" আব্বাসের এ কথায় তারা আমাকে ছেড়ে দিল।

এ ঘটনার পর আমি রাসুলুল্লাহ্, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও করুণাবর্ষিত হোক, এর কাছে ফিরে গেলাম। যখন তিনি আমার ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখলেন তখন বললেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি মক্কার লোকদের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা না দেবার জন্য।" আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ্, এ কাজটি করার জন্য আমি মন থেকে চাইছিলাম এবং তা আমি পূরণ করেছি"।"তোমার জাতির কাছে ফিরে যাও, আর তুমি যা দেখেছ ও যা শুনেছ তা তাদেরকে জানাও। তাদেরকে আল্লাহরদিকে দাওয়াত দাও। আল্লাহ্ হয়তো তোমার মাধ্যমেই তাদেরকে কল্যাণের দিকে নিয়ে আসবেন এবং তাদের মাধ্যমে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। আর যখন তুমি শুনবে যে আমি প্রকাশ্যে চলে এসেছি, তখন তুমি আমার কাছে চলে এসো।" রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ আদেশের পর আমি আমার জাতির কাছে চলে এলাম। আমার পৌঁছানোর খবর পেয়ে আমার ভাই আমার কাছে ছুটে এল।"আপনি কি করলেন সেখানে?", সে আমাকে জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম যে, আমি মুসলিম হয়েছি আর মুহাম্মাদ যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। "আমি আপনার ধর্ম আর মতের বিরুদ্ধে নই, আজ থেকে আমিও মুসলিম আর বিশ্বাসী হিসাবে ঘোষনা করলাম।"দুই ভাই এরপর তাদের মায়ের কাছে গেল এবং মাকে ইসলামের দাওয়াত দিল। মা বললেন, "তোমাদের দু ভাইয়ের বিশ্বাসের সাথে আমার কোন দ্বিমত নেই। আজ থেকে আমিও ইসলামে প্রবেশ করলাম।"

সেদিন থেকেই এ বিশ্বাসী মুসলিম পরিবারটি গিফার গোত্রের লোকদের অক্লান্তভাবে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চলল। ফলশ্র"তিতে গিফার গোত্রের অধিকাংশ লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল।আবু জর রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় হিজরতের আগ পর্যন্ত ওয়াদান মরুভূমিতে তাঁর গোত্রে অবস্থান করতে লাগলেন। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এ গোত্রটি ওয়াদান মরুভূমিতে অবস্থান করতে লাগল। অবশেষে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে আবু জর এরপর মদিনায় চলে এলেন।

আবু জর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অনুমতি চাইলেন সর্বক্ষন তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে থাকার জন্য এবং তাঁর ব্যক্তিগত কাজে লাগার জন্য। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তার সাহচার্য

ও কাজকর্মে সবসময় সন্তুষ্ট ছিলেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রয়ই আবু জরকে অন্যদের থেকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং যখনই তার সাথে দেখা হত তিনি তার দিকে তাকিয়ে হাসতেন আরতাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাত। সময় বয়ে চলল এবং একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করলেন। আবু জর এরপর আর মদিনা থাকতে পারলেন না। প্রতিটি মুহূর্তে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শূন্যতা তাকে ভীষন আবেগপ্রবন করে তুলত। রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে অভিভাবকত্ব আবু জরকে ছায়ার মত আগলে রেখেছিল তার অভাব তাকে প্রতিটি সেকেন্ডে যেন বিদ্ধ করছিল। আবু জর মদিনা ত্যাগ করলেন এবং আবু বকর এবং উমার এর পুরো খিলাফতকাল তিনি সিরিয়ার মরুভূমিতে নিভৃতে কাটিয়ে দিলেন।

উসমান ইবন্ আফফান (রাঃ) এর খিলাফতকালে আবু জর দামাস্কাসে অবস্থান করছিলেন। দুনিয়ার প্রতি চিরকাল উদাসীন আবু জর লক্ষ্য করলেন মুসলিমরা পরকাল বাদ দিয়ে দুনিয়া এবং বিলাসিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তিনি এতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়লেন। উসমান (রাঃ) তাকে মদিনায় ডেকে পাঠালেন। মদিনায় এসেও আবু জর মুসলিম সমাজের বিলাসিতায় মজে যাবার চিত্রই দেখলেন। অবিশ্বাস্য রকম দৃঢ় ও সারাজীবন একই রকম দুনিয়াবিমুখ এ লোকটি মুসলিমদের এ পরিবর্তন সহজভাবে নিতে পারলেন না। এর ফলে শাসক খিলাফতের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব বাড়তে লাগল, এমনকি আবুজরের দৃঢ় দুনিয়া বিমুখতায় মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাদেখা দিল।

এহেন অবস্থায় খলিফা উসমান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে মদিনার কাছে নির্জন আল-রাবাতাহ্ মরুভূমিতে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। আবু জর লোকালয় থেকে অনেক দূরে রাবাতাহ্য় চলে গেলেন এবং সেখানে প্রাণপ্রিয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ্ আঁকড়ে ধরে বাস করতে লাগলেন। মরুভূমিতে তাঁর বসবাসকালীন জীবনে একবার এক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এল। অত্যন্তআশ্চর্য হয়ে সে লক্ষ্য করল আবু জরের বাড়ী প্রায় শূন্য, কোন সম্পদ বলতে সেখানে কিছু নেই। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার সম্পদ কোথায়?" তিনি উত্তর করলেন,"পৃথিবীর পরের জীবনে আমার একটি বাড়ী আছে। আমার সব উত্তম সম্পদগুলো আমি সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।" লোকটি বুঝল আবু জর কি বুঝাতে চাচ্ছেন। "কিন্তু যতদিন আপনি এ দুনিয়াতে

আছেন, ততদিন আপনার কিছু সম্পদ থাকা উচিৎ"। আবু জর উত্তর করলেন, "যিনি এ পৃথিবীর মালিক, তিনি তো আমাকে এ সম্পদের কাছে ছেড়ে দেবেন না"।

একবার সিরিয়ার আমীর দূত পাঠিয়ে আবু জরকে তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনশো দীনার পাঠিয়ে দিল। আবু জর এই বলে আমীরের দেয়া দীনার ফেরত পাঠালেন যে, "আমীর কি এ দীনারগুলোদেবার জন্য আমার চেয়ে বেশী চাহিদাসম্পন্ন ভৃত্য আর কাউকে খুঁজে পেলেন না?"

৩২ হিজরী। আবু জরের মৃত্যুর সময়উপস্থিত হয়েছে। নির্জন মরুভূমিতে তিনি আর তাঁর স্ত্রী একা। রাবাতাহ্ ছিল এমন একটি যায়গা যেখান দিয়ে সাধারণত একেবারেই লোক চলাচল হত না, তার উপর সে সময়টা এমন ছিল যখন কোন বাণিজ্য কাফেলাও যাতায়াত করত না।। মৃত্যুপথযাত্রী আবু জরের অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে পড়লেন কোন সাহায্যের আশায়। স্ত্রীর এ অবস্থা দেখে আবু জর বললেন,"চিন্তা করো না, আমি রাসুলাল্লাহ, তাঁর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে এখানকার একজনের মৃত্যু হবে নির্জন মরুভূমিতে। কিন্তু তার মৃত্যুর সময় মুমিনদের একটি দল সেখানে উপস্থিত হবে। আমি নিশ্চিত সে ব্যক্তিটিই আমি, কারণসেদিন আমরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। কেবল আমিই বাকী। তুমি পথের দিকে খেয়াল রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল মিথ্যা বলেন নি।"

আবু জর কিছুক্ষনের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। আবু জরের স্ত্রী একবার স্বামীর কাছে আরেকবার উঁচু টিলার উপর উঠে দূরেখেয়াল করতে লাগলেন। এ অসময়ে কেআসবে এই অপ্রচলিত পথে এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। অবশেষে দূরে দেখা গেল ধুলোর ঝড় তুলে একদল লোক এদিকেই আসছে। কাফেলাটি এসে আবু জরকে অসহায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল এ লোকটি কে? তাঁর স্ত্রী উত্তর করলেন, আবু জর। লোকেরা বলল, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী আবু জর? তাঁর স্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ।" লোকেরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে বলল, "আমাদের জান কুরবান হোক"।

তারা দ্রুত আবু জরের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করলেন। প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদ (রাঃ) তাঁর জানাজার সালাত পড়ান।এমনিভাবে আবু জর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন দুনিয়াবিমুখ হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্ আর তাঁর রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে।

একদিন যে লোকটি ওয়াদান ভ্যালীর আতঙ্ক আর ত্রাসের নাম ছিল, সে ব্যক্তিটিই একদিন নির্লোভ আর দুনিয়াবিমুখতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাতাঁর অন্তরকে এমনই পরিবর্তন করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেতিনি এতই ভালবাসতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর যখনই তিনি রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা মনে করতেন, তখনই অঝোর ধারায় কাঁদতেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যপার এই যে এই দুর্ধর্ষ মানুষটি সম্পর্কেই রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"আকাশের নীচে এবং পৃথিবীর উপর আবুজরের চেয়ে বিশ্বাসী ও সত্যবাদী আর কেউ নেই"।

সংগ্রহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৬৮

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম আল খাত্তাবী

আমীরুল মাগরিব আল-ইসলামী

আবু মুহাম্মাদ

Senior Member

০৭-২৭-২০১৬

আব্দুর রহমার আজ্জাম পাশা (জামিয়া দুয়ালিল আরাবিয়্যার প্রথম ডীন) তার চোখকে বিশ্বাষ করতে পারছিলেন না। ১৯৪৭ সালে তখন চোখের সামনে ছিল ঐ ছোট্ট বার্তাটি যা ইয়ামেনের এক আরব মুজাহিদ গ্রুপ তার কছে পাঠিয়েছিল। { সর্বোচ্চ গোপনীয় ও জরুরী ... আজ এডেন বন্দরে ফ্রান্সের একটা জাহাজ অবতরণ করেছে, যেটা শিকল পরিহিত একজন শাইখকে বহন করছে। যিনি ২০ বছর ধরে গোপন থাকা মহান ইসলামী বীরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জাহাজটি এখন ফ্রান্স অভিমুখী। আগামী কাল মিনা থেকে মিসরের পোর্ট সাঈদে পৌঁছাবে। তাই সতর্ক থাকা জরুরী }

সাথে সাথেই তিনি বাদশা ফারুকের সাথেই বিষয়টা আলোচনার জন্য গেলেন। বাদশার প্রাসাদে তাদের মাঝে গোপনে বৈঠক হল। কিছুক্ষণের ভিতর সেনাবাহিনীর কাছে খবর পৌছাল যে, সুইস চ্যানেলে জাহাজটাকে আটক করে শাইখকে বাদশার দরবারে নিয়ে আসতে। চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ে তারা বাদশার দরবারে বরফের মত সাদা দাড়ীওয়ালা একজন শাইখকে নিয়ে আসল। ধীর হওয়া স্বত্বেও দৃঢ় পদক্ষেপে আগিয়ে আসছেন। সবার কাছেই তার উন্নত ললাট থেকে মহান এবং মর্যাদার দ্যুতি চমকাচ্ছিল। সাদা বড় যোব্বা পরিধান করে আছেন। তার হাতে এবং টাখনুতে হাত কড়া ও বেড়ীর দাগ এত স্পষ্ট হয়ে আছে যেন এগুলো তার চামড়ার সাথে মিশে গিয়েছিল। যখন তিনি ফারুকের সামনে এসে পৌঁছালেন তখন সে উনাকে নিজের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন সেই মহান শাইখ মাথা তুললেন এবং আহত বাজের মত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকালেন ও পূর্ণ আত্ববিশ্বাষ ও দৃঢ়তার সাথে বললেনঃ (আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম আল-খাত্তাবী) ...

আমরা ইতিহাসে ফিরে যাচ্ছি , দৃষ্টিটাকে মিশর থেকে মাগরেবের দিকে ফিরাচ্ছি। বিশেষ করে ১৩০১ হিঃ/১৮৮৩ খ্রীঃ মাগরেব আল-ইসলামীর উগাডির শহরের দিকে। সেখানে কোন এক বারবার আমাজেগ ক্বাবিলায় এক শাইখ ছিলেন। যাকে আব্দুল কারীম আল-খাত্তাবী নামে ডাকা হত। তার ঘরে একটা সন্তান জন্মগ্রহন করল। যাকে তিনি নাম রাখলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সাল্লামের নামে মুহাম্মদ। মায়ের কোল থেকেই শাইখ তার সন্তানকে উত্তম ভাবে প্রতিপালন করছিলেন। তাকে আরবী শিক্ষা দিলেন এবং কোরআন হিফজ করালেন। তারপর তাকে ফাস শহরের জামেয়া কারওয়িনে হাদীস ও ফিক্বহ শিক্ষা করতে পাঠালেন। কিছু দিনের ভিতর তিনি মাগরেবের মালিলিয়্যাহ শহরে প্রধান কাজীর পদে অধিগ্রহণ করলেন। তখন মাগরেবে কল্পনাতীত দুরবস্থা বিরাজ করছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারকারী রাষ্ট্রসমূহ ইসলামী মাগরেবের রাষ্ট্রগুলোকে ঐতিহাসিক বীর তৈরির উৎস মনে করছিল। কারণ এখান থেকেই দাওলাতে মুরাবিতিন এর মুজাহিদরা আন্দালুসে আক্রমন করেছিল। এখান থেকেই ইউরোপে মুরাবিতিনরা নৌ-যোদ্ধ্য পরিচালনা করেছিলেন। এখান থেকেই বারবার সেনাপতি ত্বারেক বিন জিয়াদের নেতৃতে মুজাহিদরা ইউরোপে সর্বপ্রথম আক্রমন পরিচালনা করেছিলে। এই জন্য ঐ সমস্ত রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিল যে, ইহাই সবচেয়ে বড় ইসলামী বিপদ। তাই ইউরোপের ১২টি রাষ্ট্র মিলে {সবুজ আল-জাজিরা} নামের একটা চুক্তি করল। আমরিকান লেখক - মাবদা' মুনিরিউ - তার বইয়ে লেখেন: এই সমস্ত রাষ্ট্র সমূহ আবহমান কাল ধরে চলে আসা ইসলামী ঐতিহ্যকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য একত্রিত হয়েছিল। এই নীল নকসার উদ্দ্যেশ্য ছিল: ইসলামী মাগরেবের দেশ সমূহকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া !

অবাক করার বিষয় হচ্ছে এই রাষ্ট্রগুলো মাগরেবকে ভাগ করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং এমন নিকৃষ্ট ভাবে ভাগ করেছে যা ইতিপূর্বে মানব সভ্যতা প্রত্যক্ষ করে নি। যাতে তা চরমভাবে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যায়। ফ্রান্স দখল করেছে মাগরেবের দক্ষিন পার্শ { মৌরিতানিয়া }, তারপর স্পেন নিয়েছে তার উত্তরে { *পশ্চিম মরুভূমি } , তারপর আবার ফ্রান্স তার উত্তরে বর্তমান মধ্য মাগরেব দখল করেছে, তারপর স্পেন আবার মাগরেবের উত্তর অংশ দখল করেছে। জার্মানী এবং বৃটেন এখানে সেখানে বিভিন্ন শহর দখল করা ধ্বংস করা শুরু করল। এমনকি সবাই ধারণা করতে লাগল তারা মাগরেবে চিরকালের ইসলামকে নাম-নিশানা সহ মুছে দিবে।

কিন্তু শাইখ খাত্তাবী ও তার ছেলে মুহাম্মদের ছিল ভিন্ন চিন্তা। (আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন)। তারা নিপিড়িত কাবিলাগুলোকে এক তাওহিদের পতাকা তলে সমাবেত করতে লাগলেন। এবং উসমানী খালিফার কাছে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তখন স্পেন শাইখ আব্দুল কারীমকে হত্যা করে ও তার ছেলে মুহাম্মদকে বন্দী করে ফেলে। এবং তাকে মাগরেবের এক পাহাড়ের গুহায় বন্দী করে রাখে। সীমাহীন নিরাপত্তার সাথে। কিন্তু বীরের ছেলে বীর তার বিছানা কাপড় দ্বারা একটা রশি বানাতে সক্ষম হয়। যাতে করে জেলখানার ঘুঘলি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু রশিটা পাহাড়ের উপর থেকে তাকে মাটিতে নামানোর মত লম্বা ছিল না। কিন্তু পাহারাদাররা জেনে যাওয়ার আগেই আমাদের বীর উচু চূড়া থেকে শক্ত পাথরের উপর ঝপিয়ে পড়েন তার ফলে তার পায়ের হাড্ডি ফেটে যায় ও প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

বন্দী করার কয়েকদিনের ভিতরই আমীর মুহাম্মদ বিন আব্দুল কারীম আল-খাত্তবী জেল থেকে বের হয়ে আসেন। এবং ক্বাবিলার পুরুষদেরকে নিয়ে তিন হাজারের একটি দল তৈরি করেন। এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে যোদ্ধবিদ্যার এক নতুন দিক উদ্ভাবন করলেন। এবং পৃথিবীর যোদ্ধ ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম এই কৌশল ব্যবহার করেন যাকে হারবুল আসাবাত বা গেরিলা *যোদ্ধ বলা হয়। এরপর বিশ্বের সমস্ত বিপ্লবীরাই তা ব্যবহার করেছেন। যার ভিত্তি তিনটি কৌশলের উপর। **المباغتة و الكر و الفر** ( ) অত:পর আমীর মুহাম্মাদ যোদ্ধের আরেক কৌশল উদ্ভাবন করলেন, ভিয়েতনাম যোদ্ধে তাদের মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার যেটা আমেরিকানদের বিরোদ্ধে কিছু বছর পড়েই ব্যবহার করেছিলেন। আর সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে মাটির নিচে শত্রুর ঘাটি পর্যন্ত বিশাল খানদাক তৈরি করা। আর ইহার মাধ্যমেই মুজাহিদরা স্পেনকে যোদ্ধের প্রতিটা দিন নতুন শিক্ষা দিতে সক্ষম হলেন। যখন স্পেন প্রচন্ডভাবে আক্রান্ত হচ্ছিল; স্পেনের বাদশাহ (তেরতম আলফুনিসু) তার বন্ধু জেনারেল (সালফাসতারি) এর নেতৃত্বে মাদ্রিদ (ইসলামী নাম: **مجري الماء**) থেকে পূর্ণ একটি সেনা বাহিনী পাঠায়। (আনওয়াল) নামক যোদ্ধে *দুই দল একত্রিত হয়। স্পেন এসেছে বিমান ও ট্যান্ক দ্বারা সজ্জিত ৬০ হাজারের একটা বাহিনী নিয়ে। বিপরিতে পুরাতন কিছু বন্দুক হতে মুসলিম যোদ্ধারা ছিল মাত্র তিন হাজার। একদল আল্লাহর রাস্তায় অন্য দল ক্রুশের পথে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো

বলেছেন: (মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। রোম:৪৭)। বাস্তবেই ৬০ হাজারের বিপক্ষে তিন হাজারই জয়ী হয় আমীর মুহাম্মদের নেতৃত্বে। ১৮ হাজার স্পেনীকে ময়দানেই হত্যা করা হয়। ৬০০ সৈন্য স্পেনের দিকে কুকুরের মত পলায়ন করা ছাড়া তাদের আর কেহ ধ্বংশ ও গ্রেফতারীর হাত থেকে বাচতে পারে নি। যাতে করে তারা তাদের পরাজয়ের কথা মানুষকে বলতে পারে। তারপর আমীর মুহাম্মদ মাগরেবের সমস্ত দেশ নিয়ে (ইমারাত) গঠন করেন। এবং তার ইমারাতের পাচ বছরে মানুষকে তিনি সঠিক ইসলাম শিক্ষা দিতেন। যা ছিল *দরবেশী ও বাতিল আকীদা মুক্ত। এবং বিভিন্ন আলেমদের দলকে পূরা দেশে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন যাতে করে সমস্ত কাবীলা এক পতাকা তলে একত্রিত হয়।

প্রত্যেক ইসলামী বিজয়ের পর যা হয়ে থাকে ..... ক্রুসেডার সমস্ত রাষ্ট্র দ্বিতীয় বার মুসলমানদের বিরোদ্ধে একত্রিত হয়। যখন তারা অনুভব করল যে, এই ইমারা যদি টিকে থাকে তাহলে তা ইতিহাসের গতিকেই পাল্টে দিবে। তখন তারা বিমান, ট্যান্ক ও কামান সজ্জিত ৫ লাখ সৈন্যের একটা চুক্তি করল, যার মাধ্যমে তারা ২০ মুজাহিদের বিরোদ্ধে যোদ্ধ করবে।

এখানেও তাদের জন্য বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ! মুজাহিদরা আমীর মুহাম্মাদের অধীনে সমস্ত যোদ্ধে জয়ী হচ্ছিল। যোদ্ধের ময়দানে তারা পরাজয়ের পর পরাজয়ে পতিত হচ্ছিল। এর ফলে ইউরোপিয়ানরা বেদাতী সূফি ত্বারিকার কিছু শাইখকে কিনে নিতে বাধ্য হল। আমীর মুহাম্মাদ আগে থেকেই এই আকীদার বিরোধী ছিলেন। তখন এই গাদ্দার বেদাতী সূফীরা ঐমুহুর্তে খাত্তবীর সাথে যোদ্ধ হারামের ফাতাওয়া প্রকাশ করল, যখন ফ্রান্স ও স্পেনের বিমানগুলো জনগণের উপর রাশায়নিক অস্ত্র ও বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করছিল। এবং সাথে সাথে ইংরেজরা মাগরেবের সীমান্ত অবরোধ করে নিয়ে ছিল। তখন আমাদের বীর আমীর খাত্তবী এক সাথ গাদ্দার এবং ক্রুসেডারদের বিরোদ্ধে যোদ্ধ করেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তার নেতৃত্বে আল্লাহ তায়ালার সাথে শাহাদাতের ওয়াদাকারী ২০০ জন ছাড়া আর কেহ রইল না। কিন্ত অবাক করা বিষয় হচ্ছে; এরাই এমন সিংহের মত যোদ্ধ করতে লাগল যে, ক্রুসেডাররা তাদরকে পরাজিত করা থেকে নিরাশ হয়ে গেল। তখন তারা পুরাতন একটা চাল গ্রহন করল যা আপনি মুসলিম মনীষীদের ইতিহাসে অসংখ্যবার পাবেন। ক্রুসেডাররা মুজাহিদদের নিরাপত্তার পূর্ণ জামানত

সহ মাগরেবের মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সয়ংসম্পূর্নতার শর্তে তারা তার কছে *সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল।

তাদের অভ্যাস অনুযায়ী ..... সন্ধি চুক্তি ভন্গ করল। এবং তারা আমীর মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে ভারত সাগরের এক অজানা দ্বীপে নির্বাসন করল। এক বছর দুই বছর নয়, পুরা বিশ বছর মানবতার ধ্বজাধারীরা এই বীরকে বন্দি করে রাখে।

তারা এখন বের হয়েছে ফ্রান্সের স্লোগান নিয়ে : (স্বাধীনতা, সমতা, বন্ধুত্ব) । একজন দুর্বল শাইখকে ২০ বছর বন্দি রেখে তোমরা কোন স্বাধীনতার কথা বল ?! বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে নারী শিশুদেরকে হত্যা করে তোমরা কোন সমতার কথা বলছ ?! তোমাদের সভ্যতা থেকে দূরে থাকা দুর্বল ব্যক্তিদের রক্ত নিয়ে তোমরা কোন বন্ধূত্বে ঠাট্টা করছ ?!

দুর্বলদেরকে হত্যা করাই যদি হয় তোমদের সভ্যতার নির্মান ...

তাহলে শত দুর্ভোগ তোমাদের ও তোমাদের সেই সভ্যতার !

সূত্রঃ **مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجري التاريخ**

অনুবাদঃ আবু মুহাম্মাদ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৮১৪-

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁর একটি সাক্ষাৎকার।

Tahmid

Senior Member

০৫-৩১-২০১৬

আপনি কি দয়া করে নিজেকে পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন?

আল্লাহ্*র নামে শুরু করছি যিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য ; শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক আল্লাহ্*র রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যারা তাঁকে সমর্থন করে।

আমি ১৩৭৮ হিজরিতে (১৯৫৯ইংরেজী) প্যালেস্টাইনের নাবালুস প্রদেশে জন্মগ্রহণ করি এবং আমার বয়স যখন তিন অথবা চার বছর তখন আমি আমার পরিবারের সাথে শহরটি ত্যাগ করি এবং কুয়েত বসবাস শুরু করি,সেখানে আমি আমার হাইস্কুল অধ্যয়ন শেষ করি। তারপর আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল মদীনাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 'শরীয়াহ'-র উপর অধ্যয়ন করা। যাই হোক আমার পিতা-মাতাকে খুশী করার জন্য আমি ইরাকের উওরাংশে অবস্থিত আল-মাওমুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য যাই। এই সময়েই আমি ইসলামের সাথে নিজের সম্পৃক্ততা খুঁজে পাই আমি অনেক দলের সংস্পর্শে এসেছিলাম। আমার উপর ভাইদের এবং শায়েখদের যে অনুগ্রহ রয়েছে আমি তা ভুলতে পারব না।

আমি কুয়েত এবং হিযাজ-এ ভ্রমণ করেছিলাম যেখানে জ্ঞান পীপাসু ছাএ এবং শায়েখদের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল যারা আমাকে ইসলামী জ্ঞান উপলব্ধির কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। তবে তারা আমার কিছু প্রশ্নের উওর দিতে পারেননি যেগুলো আজকের তরুণ সমাজ জানতে উদগ্রীব; যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঠিক উপলব্ধি,বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক হুকুমসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব, আমাদের সময়কার শাসকদের ব্যাপারে আমাদের প্রকৃত অবস্থান কি, সেই পথের সত্যিকার দিক নির্দেশনাই বা কি যা এই উম্মতের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে, ইত্যাদ। পরবর্তীতে আমি নিজেকে শাইখুল ইসলাম ইবনে

তাইমিয়্যাহ এবং তাঁর ছাএ ইবনুল কাইয়্যিম রচিত বইসমূহের প্রতি একান্তভাবে নিয়োজিত করি।

আমি কয়েক বার পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান সফর করেছি যারা ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিল। আমি সেখানে কিছু শিক্ষামূলক এবং দা'ওয়াহ কার্যক্রমে জড়িত ছিলাম। সেখানে থাকাকালীন আমি 'মিল্লাত ইব্রাহীম' (ইব্রাহীম(আঃ) এর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ) বইটি রচনা করি।

'মুকাফিরাত'(মুকাফিরাত অথবা তাকফীরকারী হচ্ছে চরমপন্থী যারা বিশ্বাস করে যে, যদি একটি লোক বা দল একটি কবীরা গুনাহ করে এবং আন্তরিকভাবে তওবাহ না করে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তাদের কেউ কেউ আজকের মুসলিম সমাজের লোকদের অমুসলিম হিসাবে গণ্য করে। আহলুস সুন্নাহ ওয়া জামাহ মুসলিম পাপীদের কাফির হিসাবে গণ্য করে না।)-দের সাথে আমার কিছু বিতর্ক হয়েছিল যা কিছু গ্রন্থের রচনার খোরাক জোগায়; বইগুলো এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আছে। এছারাও আমার সাথে কিছু 'ইরজাঈ' ('ইরজাঈ' হচ্ছে আল-মরজিয়াহ দলের ধর্মমত যারা বিশ্বাস করে যে ঈমানের বিশুদ্ধ সাক্ষ্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' একটি মানুষকে মুসলিম বানাবে তার পাপ কার্যাবলী অগ্রাহ্য। অর্থাৎ একজন মানুষের কথা ও কাজ ঈমানে সম্পূর্ণ অংশ নয়, কিন্তু বাহ্যিক অংশ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ অপরিহার্যভাবে আমলকে ঈমানের অংশ বলে বিশ্বাস করে, এবং ঈমানের বিভিন্ন স্তর ও প্রকাশ রয়েছে।) দলের সাক্ষাত এবং বিতর্ক হয়েছিল, এ ব্যাপারে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে; যেমন, 'সমকালীন মুরজিয়াদের কুফরের পর্দা উন্মোচন করে চক্ষু শীতল করা'।

পরিশেষে আমার গ্রেফতারের দুই বছর পূর্বে ১৯৯২ সালে আমি জর্ডানে বসবাস শুরু করি। আমি এই দেশটিকে ইরজাঈ ফিরকার সাথে ঝাঁক বেঁধে চলতে দেখেছি যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। আমি তিনটি ভিন্ন জায়গায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে এই বরকতময় দাওয়াহ শুরু করি, এর মধ্যে দু'টি পাঠ ছিল জনসম্মুখে এবং তৃতীয়টি ছিল ব্যক্তিগত। পাঠগুলোতে আমি গুরুত্ব দিয়েছি তাওহীদের সঠিক জ্ঞান এর প্রভাব ও এর দায়িত্বের উপর; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শ্রতসমূহ, বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ এবং এর মজবুত বন্ধনসমূহের উপর। পাঠগুলো

ইরজাঈ ফিরকার উপস্থাপিত সন্দেহগুলো খণ্ডন করে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে যেগুলোর ব্যাপারে অনেক মানুষ অজ্ঞ।

এই পাঠগুলো বিধান সায় নির্বাচনের সময় হয়েছিল। পরবর্তীতে গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সমর্থক এবং আমার ছাএদের মধ্যে অকস্মাৎ আলোচনা জমে ওঠে। এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার ছিল। আর এ কারণেই আমি এই লোকদের উপস্থাপিত প্রধান প্রধান যুক্তিসমূহ খণ্ডন করি। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুতকৃত এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছিলাম 'গণতন্ত্র একটি দ্বীন' এবং 'যে ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে, তার থেকে এটা কখনো গ্রহণ করা হবে না'। আমার প্রবন্ধটি ছাপাই এবং বিতরণ করি। অধিকন্তু আমি একটি জুময়ার খুৎবা দিয়েছিলাম যেটাকে আমি আত-তাওহীদের দা'ওয়াহ ব্যাক্ষা করি, এবং আমি প্রকাশ্য জনসম্মুখে মানব রচিত আইন বর্জন করার জন্য, বিধান সভা অস্বীকার করার জন্য এবং এটাতে অংশগ্রহণ না করার জন্য লোকদেরকে আহ্বান জানাই।

আমি আমাদের দা'ওয়াহ-র পরিধি বাড়ানোর জন্য উদগ্রীব ছিলাম, তাই ভাইদের নিয়ে আমি দেশটির উত্তর এবং দক্ষিণে সফরে রওয়ানা হয়। আমরা আমাদের কিছু ভাইদের সাথে সাক্ষাত করি যারা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করছিল এবং যাদের দা'ওয়াহ-র ব্যাপারে ভাল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আমরা তাদেরকে আমাদের লিখিত গ্রন্থাদি প্রদান করি এবং তাদেরকে দা'ওয়াহর গতি ও এর গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য অনুপ্রাণিত করি।

এই দা'ওয়াহ-র বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও এটা নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মনযোগ আকর্ষণ করে। এটা ইরজাঈ দল এবং সরকারের গোলামদের কাছেও অসহনীয় ছিল। যেহেতু প্রত্যেক চক্রন্তকারী নিজস্ব দূরত প্রক্রিয়ায় এই দা'ওয়াহ-র সাথে আচরণ করে। সরকারের গোলামরা এই দা'ওয়াহ-র ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য দারুণভাবে নিয়োজিত ছিল এবং আমাদের ভাইদের 'তাকফীরকারী' এবং 'চরমপন্থি' খেতাব দিয়ে অভিযুক্ত করছিল। এসব খেতাব ইরজাঈ দলগুলো সত্যের অনুসরণকারী লোকদের গালি দেওয়ার জন্য অহরহ ব্যবহার করে থাকে। তারপর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাদের ভাইদেরকে খুঁজতে আরম্ভ করে এবং একের পর এক গ্রেফতার করতে শুরু করে। তারা আমাদের ভাইদেরকে এই দা'ওয়াহ-র ব্যাপারে, আমার ব্যাপারে, আমার দেয়া পাঠগুলোর ধরনের ব্যাপারে

এবং যে আদর্শের প্রতি আমি আহ্বান করছি সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এইসব ঘটনাবলী আমার কাছে খুব সাধারণ ছিল এবং যে কোন মুহূর্তে আমি এটার জন্য অপেক্ষা এবং প্রত্যাশা করছিলাম যেহেতু এটাই হচ্ছে এই পথের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্*র শত্রুরা যেকোনো সংস্থা বা দলের স্বীকার করে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এটি ইরজাঈ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, কারণ তারা গ্রেফতার হওয়া আমাদের কিছু ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল; 'কেন তোমরা তোমাদের শিক্ষা আলি-হালাবী, আবূ-শাকরাহ অথবা আল-আলবানি এবং অন্যান্যদের অনুসরণ কর না ? একজন সন্ত্রাসীর জন্য তোমরা এইসব শায়খদের পরিত্যাগ করেছ?

এমন দা'ওয়াহ-কে মুক্তভাবে ছড়াতে দেওয়া হয় না যেটি নবীদের পথকে অনুসরণ করে, ইবরাহীম(আঃ-এর মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আত-তাওহীদকে অজ্ঞাত অবস্থা হতে উদ্ধার করে। এই দাবীর সমর্থনে রয়েছে। নবুওতের সূর্যোদয়ে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ওয়ারাকাহ বিন নাওফালের উক্তি, 'অতীতে নিই (অর্থাৎ নবী) তোমার মত কিছু (অর্থাৎ অহী) নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। 'সুতরাং সেই ব্যক্তি আল্লাহ্*র শত্রুদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে না যে প্রেরিত বাণী (অর্থাৎ দা'ওয়াহ) পৌঁছেনি এবং অবশ্যই তার মধ্যে ত্রুটি, বিপথগামিতা বা পথভ্রষ্টতা থাকবে। আমার ভাইয়েরা এবং আমি নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ না করার প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি। আমাকে গ্রেফতারের খোঁজে সাতবার বাড়ি ভেঙ্গে অনুসন্ধান করে জোর করে আমার অনেক বই, কাগজপত্র, লিখিত গ্রন্থাদি এবং যা কিছু তাদের ইচ্ছা হয়েছে বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশের প্রত্যেকটি অপ্রত্যাশিত অভিযানে তারা দাবি করত যেন আমি নিজেকে ফিরিয়ে আনি।

পরিশেষে আমি একদল ভাইয়ের সাথে গ্রেফতার হই, এদের মধ্যে কয়েকজন আমার সংগৃহীত কিছু বিস্ফোরক ব্যবহার করে নদীর ওপারে 'প্যালেস্টাইনে' গিয়ে একটি গুপ্ত হামলার ব্যাপারে আমার কাছে ফতোয়া চেয়েছিল। যদিও এরূপ হামালার বিরোধিতা করি না তারপরও আমি বলি যে, এই অবস্থায় এই দেশে আত-তাওহীদের দা'ওয়াহ, ধৈর্য ধারন করা এবং এর জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করা বেশী জরুরী। এর কারন হচ্ছে (ইহুদীদের বিরুদ্ধে এরূপ হামলায় অনেক সমর্থন রয়েছে বিশেষ করে এই দেশে,প্যালেস্টাইনের সাথে এর ভৌগলিক অবস্থানের কারণে। যেখানে তাওহীদের দা'ওয়াহ-র সমর্থন রয়েছে অল্প সংখ্যক যারা কাফির

নেতাদের সাথে জিহাদ করার জন্য অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। বাস্তবে এ সমস্ত বিশ্বাস ঘাতকরা ইসরাঈলের রক্ষাকর্তা এবং তাদের যারা এটিকে মুসলিম বিশ্বের হৃদয়ে স্থাপন করেছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাফেরদের দ্বারা আমাদের সম্পদ ও ভাগ্যকে ধ্বংস করার সুযোগ করে দিয়েছে।

অবশ্যই আল্লাহ্* সত্য বলেছেন,

'ওরা তার বিরুদ্ধে একটি ফন্দি আঁটতে চাইলো, আর আমি তাদের (উল্টো) ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম'। (সূরা আম্বিয়া ৭০আয়াত) ।

আল্লাহ্*র শত্রুদের এই গ্রেফতার ও (দা'ওয়াহ) গোপন করার কৌশল এই বিষয়কে এবং তাদেরই দ্বারা সৃষ্ট প্রচার মাধ্যমের বিক্ষোভকে বিবর্ধিত করে তুলে যেটা আমাদের দা'ওয়াহ প্রকাশ করতে, এর বৃদ্ধি ও প্রসার ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে, আল্লাহ্*র অনুগ্রহে, পকৃতপক্ষে খারাপ সময়ে আল্লাহ্*র পরিকল্পনার মধ্যে অনেক বেশি কল্যাণ রয়েছে যা ভাল সময়ে বিদ্যমান থাকে না।

আল্লাহ্* আমাদের হেদায়েত করেছেন এবং গ্রেফতারের প্রথম মুহূর্ত থেকে আমাদের হৃদয়কে সত্যের উপর অটল রেখেছেন। কোন রকম ধোঁকা বা অস্পষ্টতা ছাড়াই তাগুতের হুকুম এবং তাদের বিধান থেকে আমরা আমাদের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি। তখন জেলে এবং কোর্টরুমে নিয়মিত খুৎবা, লেখা এবং পাঠের মাধ্যমে আমাদের অবস্থান সুসংহত হয়েছিল। যা অত্যন্ত সফলভাবে আল্লাহ্*র শত্রুদের রাগান্বিত করে, তারা তাদের বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়া তাদের প্রতি যারা আমাদেরকে চিনত, আমাদের বই পড়ত অথবা আমাদের সাথে যুক্ত ছিল। ফলশ্রুতিতে আমাদের ভাইয়েরা সরকারী গুপ্তচর বিভাগের নিঃসঙ্গ কারাগারে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দীর্ঘসময় ধরে বাস করে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই দেশে বন্দীদের ক্ষেত্রে পূর্বে এরূপ আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি। কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনেক মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন সহ্য করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরো এক বছর সেখানে বাস করে, বাকীরা কমপক্ষে ছয় মাস। যার কারনে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আকস্মিক পরিদর্শন থেকে তারা অনেক ভাইকে গোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। তা সত্বেও এটি ছিল একটি অনুপম এবং বরকতময় অভিজ্ঞতা যা অনেক ভাইকে শক্তিশালী করেছিল।

তারপর তারা আমাকে নিঃসঙ্গ সেল থেকে বাইরে নিয়ে এবং কারাগারের ক্ষুদ্র কক্ষে রাখা হয়। যখন আমাকে উত্তরাঞ্চলের 'ক্বাফক্বাফাহ' জেলে পাঠানো হয়, তখন বাকী অধিকাংশ ভাইদের দক্ষিণ জর্ডানে 'সোয়াক্বাহ' কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। আমাদেরকে পৃথক এবং দুর্বল করার জন্য তাদের অদম্য ইচ্ছার প্রতিফলন ছিল এই পরিকল্পনা,'তারা ষড়যন্ত্র করছিল,আল্লাহ্* তা'আলাও কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আল্লাহ্* তা'আলাই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট কৌশলী'। (সূরা আনফাল ৩০ আয়াত)

তখন থেকে আমি জেলের যেখানেই পা বাড়াতাম, সেখানেই আকুলভাবে দা'ওয়াহ শুরু করেছিলাম। তাই একটি সিরিজের অংশ হিসাবে আমি একটি সাহিত্য রচনা শুরু করি যার নাম দিয়ে ছিলাম 'হে আমার কারাগারের সাথীরা ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো না এক আল্লাহ্* তা'আলা যিনি মহাপ্রাক্রমশীল?'(সূরা ইউসুফ৩৯ আয়াত থেকে সংগ্রহীত), আমি এটাকে তাওহীদ, ইবরাহীম (আঃ) পথ, ইবাদত, শিরক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণনা করি। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি বন্দীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে কেছু বন্দী ছাড়া পাওয়ার পর এই পুস্তকটি বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। তারা এটার উপর আমার নাম মুদ্রিত করে কারাগারের বাইরে এই পুস্তকটি প্রকাশ করেছিল। এটা অবশ্যই আল্লাহ্*র শত্রুদের রাগান্বিত করেছিল, যখন কিছু মুক্তিপ্রাপ্ত ভাই অবিরতভাবে ঐ সমস্ত কারারুদ্ধদের সাথে আমার লেখা সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ করছিল। পরবর্তীতে জর্ডানের গোয়েন্দা অফিসে একটি সশস্ত্র হামলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্* ঐ সমস্ত ছেড়ে যাওয়া বন্দীদের পূর্ব হতে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে কিছু গ্রেফতার হয়েছিল এবং আমার সাথে কারাগারে সাক্ষাত করেছিল, এবং তাদের সাথে আমার কিছু লেখা পাওয়া গিয়েছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্* আমার ভাইদের সাথে আমাকে পুনরায় একত্রিত হওয়ার জন্য এই ঘটনাকে একটি উছিলা করে দিলেন; কারণ এই ঘটনার পর তৎক্ষণাৎ আমাকে দক্ষিণে কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

শায়খ মাকদিসী কোন ধরনের ভাবধারার অনুসারী? এই ভাবধারার সাথে বর্তমান সৌদি-সালাফী আলেমদের পার্থক্য কি?

হকপন্থী পূর্বসূরিদের ভাবধারা ব্যতীত আমার কোন ভাবধারা নেই, তারা ছিলেন আল ফিরকাতুন নাজিয়াহ এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াহ। আমরা তাওহীদ ও এর প্রভাব, তাওহীদের দাবী এবং এর শক্তিশালী বন্ধনসমূহের উপর জোর দিয়ে থাকি, সেই সাথে সকল প্রকারের শিরকের মোকাবেলা করা- বিশেষ করে সমসাময়িক শিরকের স্পষ্ট কুফরসমূহকে মোকাবেলা করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

আমাদের উম্মতের সোনালী যুগের মানুষদের মত আমরাও মধ্যম পন্থা আঁকড়িয়ে ধরে থাকি, কোন বাড়াবাড়ি বা গাফলতির কারণ নেই। দা'ওয়ার একটি বিশেষত্ব হলো- প্রকাশ্য ঘোষণা; আমরা ইবরাহীম (আঃ) এর পথ অনুসারে কাফিরদের সাথে এবং তাদের মিথ্যা উপাস্য ও পৌত্তলিকদের সাথে বারা'আর (সম্পর্ক চ্ছেদ) ঘোষণা দিয়ে থাকি। আমাদের এই দা'ওয়াহ তাদের সাথে মিলে যায় যারা আল্লাহ্*র দ্বীন কায়েমার প্রচেষ্টায় লিপ্ত, আল্লাহ্* যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমরা অসংগত পক্ষপাতকে অপছন্দ করি যা এই উম্মতকে দলে দলে বিভক্ত করেছে, প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট । আমরা নিজেদেরকে তাওহীদের সৈনিক এবং শরীয়তের অনুগত মনে করি। আমরা সকল মুসলিমকে আমাদের দাওয়াত প্রদান করি এবং নিজেরা কঠোরভাবে কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করি। যখনই কোন ন্যায়নিষ্ঠা ও জিহাদি দ্বীন কায়েমের লক্ষ্য আমাদের কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত করে তখন আমরা তাদের ডাকে সাড়া দেই, এবং তাদের সৈনিক, সমর্থক ও অনুসারী বনে যাই। আমরা যুবকদের উৎসাহিত করি যাতে তারা শরীয়তের জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং নিজেদের পরিস্থিতিকে সঠিক মূল্যায়ন করে। আমরা ব্যাপক জিহাদের মাধ্যমে এইসব কাফির শাসকদের উৎখাত করে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্*র সার্বভৌমত্ব কায়েমার ডাক দিয়ে থাকি। এদের সাথে এবং এদের ঐসব আলেমদের আমরা কুফর অস্বীকার করি; যারা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করে এবং তাদের কুফরকে হালকা করতে ও তাদের শাসনকে আরো সুসংহত করতে মিথ্যার ডালি সাজায় আর মিথ্যা মতবাদ উদ্ভাবন করে।

আমরা বিশ্বাস করি জিহাদ অথবা হাত দ্বারা অন্যায়কে প্রতিহত করা সম্পূর্ণভাবে জায়েয। তবে শর্ত হল জিহাদকারীকে সঠিক পন্থায়, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে আল মাসালিহ (উপকার) এবং আল মাফাসিহ (অপকার)-

দের মাঝে সামঞ্জস্য রেখে জিহাদ পরিচালনা করতে হবে। আর এ কারণেই আল্লাহ্*র শত্রুরা আমাদের উপর সন্তুষ্ট নয় এবং আমরাও তাদের উপর সন্তুষ্ট নই। তারা প্রতিনিয়ত আমাদের এবং আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। আর উপরের এই আলোচনার আলোকেই আমাদের সাথে সৌদি আলেমদের মতবাদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। ঐসব আলেমগণ তাগুতকে বাই'য়াত দেয়, তাদের রক্ষায় জীবন ব্যয় করে এবং এই তাগুতের অবস্থান আরো সুসংহত করতে তাদের জ্ঞানকে ব্যবহার করে থাকে।

আন-নিদা ম্যাগাজিন হতে সংকলিত।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩০১৮

বাহ! বাহ! আবু মেহজান! কত যে সৌভাগ্য আপনার!

abu_mujahid

Senior Member

০৯-০৩-২০১৬

আবু মেহজান সাকাফি (রা) শরাব পান করতেন। শরাবপানের কারণে কয়েকবার সাজাও ভোগ করেছেন। এরপরও শরাব ত্যাগ করতে পারেননি। স্বভাবকবি ছিলেন। শরাবের প্রতি আসক্তির কারণে তিনি তাঁর ছেলেকে অসিয়ত করে বলেছিলেন

‘‘আমি যখন মারা যাবো, তখন আমাকে আঙ্গুর গাছের নিকট কোরো দাফন যেন মৃত্যুর পরও গাছের ডাল আমার হাড়কে করতে পারে পরিতৃপ্ত দেখ! খোলা মাঠে আমাকে দাফন করো না তা হলে মৃত্যুর পর এর স্বাদ আর পাব না’’

মুসলমানেরা পারস্যদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কাদিসিয়ার দিকে রওয়ানা হলো। আবু মেহজান (রা)ও তাঁদের সাথে গেলেন। পাথেয়ের মধ্যে শরাব লুকিয়ে রাখলেন। ইসলামী বাহিনী কাদিসিয়ায় পৌছল। পারস্যদের সিপাহসালার রুস্তম মুসলমানদের সিপাহসালার হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইল। উভয়ের মধ্যে পত্র লেনদেন হল।

আবু মেহজান (রা) এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। ছাউনি থেকে দূরে গিয়ে এক জায়গায় শরাব পান করলেন। হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁকে বেড়ি বেঁধে একটি তাঁবুতে বন্দী রাখার নির্দেশ করা হল।

যুদ্ধ শুরু হল। আবু মেহজান সাকাফি (রা) যদিও গোনাহগার ছিলেন, শরাবি ছিলেন; কিন্তু ছিলেন তো মুসলমান। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বতে কমতি ছিল না । দীনের খেদমতের জন্য মাতাল ছিলেন। নিজের এই করুন অবস্থার উপর আক্ষেপ করতে করতে চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

‘‘দুঃখের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ঘোড়সওয়ার সামনের দিকে যাচ্ছে এগিয়ে;

ঘোড়ার পায়ের আঘাত দিয়ে মাটি থেকে কঙ্কর উড়িয়ে;

আর আমাকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে জিঞ্জির দিয়ে।

দাঁড়াতে চেষ্টা করলে বসতে বাধ্য করে পায়ের বেড়ি।

এখানে দরজা বন্ধ করে আমাকে করে রাখা হয়েছে বন্ধী।

ফলে আমি কাউকে ডাকলেও শুনতে পায় না কেউ।

আমি সম্পদশালী; আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে।

কিন্তু তারা আমাকে এখানে রেখে গেছে একাকী,

যেন আমার কোনো বন্ধুই নেই।

আল্লাহর সংগে অঙ্গীকার করেছি, যার সঙ্গে ভঙ্গ করি না অঙ্গীকার –

এই বার যদি আমাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়

তাহলে শরাবের মুখও দেখব না আর।'

এরপর তিনি উঁচু আওয়াজে ডাকতে লাগলেন।

হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাযি.র স্ত্রী নিকটেই কোথাও ছিলেন। আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি এগিয়ে এলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার ? চিৎকার করলেন কেন?

আবু মেহজান রাযি. মিনতি করে বলতে লাগলেন-

'আল্লাহর ওয়াস্তে আমার বেড়ি খুলে দিন এবং সাদের ঘোড়া 'বলকা' আমাকে দিন। আমিও যুদ্ধ করবো। আল্লাহ তা'আলা যদি আমার ভাগ্যে শাহাদাত লিখে থাকেন তা হলে তো আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যাবে। আর যদি জীবিত থাকি তাহলে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আপনার নিকট ওয়াদা করছি আমি ফিরে আসব। আপনি আবার আমাকে বেড়ি পরিয়ে দিবেন।'

তিনি বারবার কবিতা পাঠ করছিলেন এবং এই অনুনয় করছিলেন। হযরত সাদ (রা) এর স্ত্রীর মনে দয়া জাগল। বেড়ি খুলে দিলেন; বলকা ঘোড়াও দিলেন। আবু মেহজান (রা) বর্ম পরিধান করলেন। মাথা ও মুখ টোপ দ্বারা ঢেকে নিলেন। চিতার গতিতে ঘোড়ায় উঠলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

জী-হ্যাঁ, গোনাহ করা সত্ত্বেও শয়তান আবু মেহজান (রা)কে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। কারণ তাঁর দৃষ্টি ছিল পরকালের দিকে। দুনিয়া ও দুনিয়ার সম্পদের দিকে তাঁর কোনও আকর্ষণবোধ ছিলনা।

আবু মেহজান (রা) যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের মাথা নিয়ে খেলতে শুরু করলেন। তাঁর বীরত্বে সবাই বিস্মিত ছিল। কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি। কারণ যুদ্ধ শুরুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

সিপাহসালার সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা)র পায়ে ফোঁড়া ছিল। তাই তিনি যুদ্ধের ময়দানে নামতে পারেননি। তবে দূর থেকে তিনি যুদ্ধের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করছিলেন।
একজন অশ্বারোহীকে বীরের মত শত্রুদের কাতার তছনছ করতে দেখলেন। তিনি বিস্মিত হলেন।

বললেন, 'আক্রমণ তো আবু মেহজানের, আর লাফ হল বলাকার। কিন্তু আবু মেহজান এখানে কোত্থেকে? সে তো বন্দী! বলকাও বাঁধা।'

যুদ্ধ শেষ হলে আবু মেহজান (রা) কয়েদখানায় ফিরে এলেন এবং বেড়ি পরে নিলেন। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা) নীচে এসে ঘোড়াকে ঘর্মাক্ত পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? ঘোড়া ঘামে ভেজা কেন?

লোকেরা আবু মেহজান (রা) এর কথা বললে তিনি খুশি হলেন। আবু মেহজান (রা)কে মুক্ত করে দিলেন। বললেন-

'খোদার কসম! আজকের পর আমি আর তোমাকে শরাব পানের কারণেও শাস্তি দিব না।'

এতে আবু মেহজান (রা) বললেন, **'খোদার কসম! আজকের পর আমি আর শরাব পান করবো না।'** [আল-ইসাবাঃ৭/২৯৮]

বাহ! বাহ! আবু মেহজান! কত যে সৌভাগ্য আপনার!

[আপনি কি জব খুজছেন?, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল আরিফী]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৪০৯

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি

ABU SALAMAH

Senior Member

০৯-১৬-২০১৬

[মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যার অভিযোগে ১৯৮১ সালে আমীরুল মুজাহিদীন হাকিমুল উম্মাহ শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহকে মিসরের তাগুত সরকার কারাগারে বন্দি করে। লাগাতার তিন বছর কারাগারে থাকার পর মুক্তি পান। মুক্তির পরবর্তী অভিজ্ঞতা নিয়ে এই লেখা, যা ইসলামি আন্দোলনে কর্মরতদের জন্যে একটি উত্তম শিক্ষা। লেখাটির আরবি শিরোনাম হচ্ছে- 'শারিবাত ও সুক্কার'। এটার শাব্দিক অনুবাদ 'সুপেয় পানীয় ও মিষ্টান্ন' হবে, বা ইংরেজি 'ড্রিঙ্কস এন্ড সুইটমিট' বলতে পারেন, কিন্তু পাঠকের বোঝার স্বার্থে আমি শিরোনাম দিয়েছি, 'কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর'। যাইহোক এবার লেখাটি পড়ুন, আশাকরি আপনার থলিতে অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হবে ইনশা আল্লাহ!]

পাঠক বন্ধুরা হয়তো অবাক হবেন, যে, বর্তমানে যখন লড়াই, যুদ্ধ, নির্যাতন, ধ্বংসস্তূপ, রাজনৈতিক গাদ্দারী, নষ্টের আধিপত্যে চলছে তখন এই শিরোনামে লেখা কেনো? অনেক পাঠক হয়তো ভাববেন, যে, এ ধরনের ঘটনা বাচ্চাদের পত্রিকা বা রম্য কাগজ বা কৌতুকের কাগজে শোভা পাবে।

কিন্তু আমি এজন্য এটা নির্বাচন করলাম, যাতে পাঠকরা কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সতর্ক হন, আর এগুলো ইসলামি আন্দোলনরত একজন মুজাহিদদের অবশ্যই বোঝা উচিৎ যে, তাঁরা এগুলোর মুখোমুখী তখন হবেন, যখন তাদেরকে বিভিন্ন বিস্ফোরণ, কিতাল, নির্যাতন ও ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া হবে।

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর:

তিনবছর কারাগারে থাকার পর যখন আমি মুক্তি পাই, তখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুমহল-প্রতিবেশী আমার ঘরে শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে আসলো, এইসব অভিনন্দনকারীরা স্বাভাবিক নিয়মেই মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানি নিয়ে আসলেন... এ

ছাড়াও তারা রকমারী খাবার ও হাদিয়া নিয়ে আসলেন। কিন্তু এসব সাক্ষাৎকারীদের তিনজন ছিলেন যারা আমার স্মৃতির তলে পড়ে গেছেন। তাদেরকে অনেক কষ্ট করে স্মরণ করতে হলো।

এদের প্রথমজন:

স্থুল অবয়ববিশিষ্ট এক ব্যক্তি যে আমার প্রাথমিক মাদরাসা(স্কুলে)য় বাগানে মালীর কাজ করতো, সে তার গ্রাম ত্যাগ করার পর আমাদের সড়কেই একটি জীর্ণ-শীর্ণ ঘরে বাস করতো। আমাদের পরিবারের সাথে তার বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল, এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তাকে দেখা যায় নি, কিন্তু আমি যখন কারাগার থেকে বের হলাম তখন সে মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানীয় নিয়ে উপস্থিত হলো।

এদের দ্বিতীয়জন:

একজন দরিদ্র মহিলা, যে আমাদের প্রাথমিক স্কুলে কাজ করত। সে আমাদের সড়কেই বাস করতো, আমার মনে হয় না, কয়েক বছর যাবত তাকে দেখছি বলে। বরং কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি জানতাম না সে আমাদের সড়কেই বাস করে, এজন্য সে যখন মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানীয় নিয়ে আসে তখন আমি হতভম্ব হয়ে যাই । এরপর আমি স্মরণ করি যে, সে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল যা অপসারণের প্রয়োজন পড়ে ছিল, তা ছাড়া তার একজন নিকটাত্মীয় আছে যে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে কারাগারে ছিল।

এদের তৃতীয়জন:

হাসপাতালের একজন সেবক যে গ্রেফতারির পূর্বে আমার সেবা করতো, এই বিশাল দেহের ব্যক্তি প্রকৃত মিসরের স্বরূপ, কিন্তু জীবনের কষ্ট তাকে পিষে ফেলেছে। সে সকালে একটি সরকারী হাসপাতালে সহকারী বাবুর্চির পেশায় নিযুক্ত ছিলো। সে গ্রাম ত্যাগ করার পর, একটি আবাসিক এলাকায় মাটির নিচে একটি কক্ষে সে এবং তার বিশাল পরিবার কষ্ট করে জীবন যাপন করতো। আমার সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই বিশাল বপুকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমি গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে পাকড়াও করা হয়, তারপর তার উপর অভিযোগ করা হয় যে, সে আমার ও মুজাহিদ ভাইদের মধ্যে বার্তাবাহক ছিলো। তাছাড়া তাকে বলা হয়, সে যেনো মুজাহিদদের মধ্যে যাদেরকে চিনে তাদের নাম বলে, এই বেচারা বার বার চেষ্টা করে

একথা প্রমাণ করার যে, মুজাহিদদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সব চেষ্টাই অনর্থক হয়। এরচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো যে, তার অসহায় স্ত্রী যখন তার গ্রেফতারির খবর পেয়ে জিজ্ঞাসা করতে যায়, তখন তাকেও পুলিশ গ্রেফতার করে নিকৃষ্ট ও অপরাধীদের সাথে রাখে। সে আমার কারণে অনেক নির্যাতন ও কষ্ট শিকারের পরও আমি তাকে পেয়েছি আমার অভিনন্দনদাতাদের তালিকায়। সেও আসলো আমার জন্যে এমনভাবে মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানীয় নিয়ে যেনো এর কিছুই ঘটে নি।

বরং আমাকে দেখতে সে এবং ওই দুনোজন কোনো ধরনের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই বার বার মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানীয় নিয়ে আসা-যাওয়া করতে লাগলো। এতে আমাকে প্রকাশ্যে-গোপনে নজরদারি করতে কোনো জালিম পুলিশের পরওয়া তারা করে নি। অথচ আমার ঘরে দিন-রাত এসব পুলিশ বিভিন্ন অজুহাতে তল্লাশি করতে আসত।

এসব ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে পুলিশি নির্যাতনের কোনো কেয়ারই করে নি, মিসরের পুলিশের নির্যাতন-অত্যাচার যে, কত ভয়ঙ্কর তা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। তারা জানতো যে, আমার কাছে এসব মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানীয়ের মূল্য পুলিশের কাছে কী দিতে হবে। কিন্তু এরপরও তারা থেমে থাকে নি।

এসব সরলরা যাদের জন্যে সম্ভব ছিলো আমাকে ভুলে যাওয়া, তারা যদি আমাকে মুক্তির পর অভিনন্দন নাও জানাতো, এতে তাদেরকে তিরষ্কার করার কোনো কারণ ছিলো না। কিন্তু এদের বিপরীতে আমার পড়ালেখার এক সহপাঠির কথা স্মরণ করি, একসাথেই আমরা পড়ালেখা করেছি, একসাথেই কলেজের পড়ালেখা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষা অর্জন করি, সে আমার এমন সহপাঠি ছিলো যাকে না দেখে আমার একদিনও অতিবাহিত হত না, এমনিভাবে তারও অবস্থা ছিলো। কিন্তু যেইমাত্র সে আমার গ্রেফতারির খবর পেলে সাথে সাথে আমাদের মধ্যকার উষ্ণ সম্পর্ক সমাপ্ত হয়ে গেলো।

আজ আমার মুক্তির চৌদ্দ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, এইসময়ে আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছি, এমনিভাবে সেও হচ্ছে, চাকুরীতে তার অনেক পদোন্নতি হয়েছে, এমনকি বর্তমানে সে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকে উন্নীত হয়েছে। এই দীর্ঘ বৎসরে তা আমার গ্রেফতারির সময় হোক, বা এরপরে, বা মিসরে আমার অবস্থানরত সময়ে, বা সেখান থেকে আমার বের হওয়ার পরেও আমার প্রতি সে

একটি শব্দও ছুড়ে নি, স্বাভাবিকভাবে আমিও চাই নি যোগাযোগ করে তাকে কোনো কষ্টে ফেলতে।

এমনিভাবে আমি এক প্রসিদ্ধ দাঈ'র কথা স্মরণ করবো, তিনি আমাদের মহল্লায়ই বাস করতেন, তিনি বাহ্যিকভাবে দ্বীনের পথপ্রদর্শক হওয়ার সব ধরনের নিদর্শন গ্রহণ করেছেন। যেমন- দাড়ি, লাঠি, পাগড়ী, জুব্বা... ইত্যাদি। এই প্রসিদ্ধ দাঈ আমাকে ভালোভাবে চিনতেন, কারাগার থেকে বের হওয়ার পর আমাকে তিনি চলার পথে মুখোমুখী দেখেন, কিন্তু তিনি এমনভাবে অতিক্রম করে গেলেন, তার চোখের পলক সামান্য নড়লো না, যেনো আমি ছায়াগুলোর একটি ছায়া। শেষপর্যন্ত এই দাঈ সংসদ পর্যন্ত যান এবং হোসনী মুবারকের হাতে মুসলমানদের ইমাম হিসেবে বাইয়াহ দেন!!

এই মহান দরিদ্র সরলপ্রাণ লোকদের বিপরীতে নিরাপত্তালিপ্সু ওইলোকদের কথা আমার মনে আজও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে।

এই সরল ব্যক্তিদের আকৃতি আমাকে প্রতিদিন স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদের সাথে সাচ্চা উত্তম দিলের এসব জনতার কথা, যখন ইসলামী আন্দোলন বড় কঠিন দুর্দিন অতিক্রম করছিল, তখন তারা এইসময়েও কোনো ধরনের প্রতিদান ও বিনিময় চাওয়া ব্যতীতই মুজাহিদদের প্রতি নিজেদের সহানুভূতি প্রকাশ করছিল।

আমরা কি সক্ষম হবো এসব উত্তম ব্যক্তিদের পর্যন্ত পৌঁছতে, তাদেরকে কি বোঝাতে সক্ষম হবো যে, মুজাহিদরা তাদের দ্বীন, সম্মান-মর্যাদা রক্ষার জন্যে জিহাদ করছে?

যদি আমরা এ ক্ষেত্রে সফল হই, যদি এটা বাস্তবে হয় তাহলে এটাই হবে তাদের মিষ্টান্ন ও সুপেয় পানীয়ের উত্তম জবাব।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

লিখেছেন, শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি

'আল-মুজাহিদুন' ম্যাগাজিন, সংখ্যা- ১৮, বর্ষ- ১ম

১২ যি ক্বাদ্দাহ ১৪১৫ হিজরী

[‘মিম্বার আত-তাওহীদ ওয়াল জিহাদে’র সূত্রে ‘হাকীবাতুল মুজাহিদ’ সফট মাকতাবাহ থেকে অনূদিত]

(collected)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৫৯৮